সুখী হতে শেখা

LEARNING TO BE HAPPY

জেরমিয়া বারুস

Jeremiah Burroughs

সুচিপত্র

মুখবন্ধ	০৩
১.বিশ্বাসীদের সুখ	০৫
২.মহা রহস্য	১১
অধ্যায় ১ এবং ২ সমন্ধে চিন্তা করতে সহায়ক প্রশ্নাবলী	২২
৩.খোদার প্রতিজ্ঞাবলী	২৩
৪. সুখের বিদ্যালয়	২৯
৫.সুখ আপনার জন্যে ভাল	৪১
অধ্যায় ৩-৫ সম্বন্ধে চিন্তা করতে সহায়ক প্রশ্নাবলী	৪৫
৬. অভিযোগ করা আপনার জন্যে খারাপ।	৪৭
৭. অভিযোগ বন্ধ করার সময়	৫৯
৮.কোন অজুহাত নয়!	৬৩
অধ্যায় ৬-৮ সম্বন্ধে চিন্তা করতে সহায়ক প্রশ্নাবলী	৬৯
৯.সুখ- কিভাবে ইহাকে পাওয়া যায়।	৭১
১০.সুখ- কিভাবে ইহাকে ধরে রাখতে হয়।	৭৭
অধ্যায় ৯ ও ১০ সম্বন্ধে চিন্তা করতে সহায়ক প্রশ্নাবলী	৮০

মুখবন্ধ

এই বইটি সুখ বিষয়ক। এটি কেবল সুখ নয়, বরং বিশেষ প্রকারের সুখ, যা বিশ্বাসী হওয়ার ফলে আসে। সুখকে বর্ণনা করার জন্যে আমরা বিভিন্ন শব্দাবলী ব্যবহার করে থাকি। আমি সাধারণ ভাবে এটিকে বলেছি "বিশ্বাসীদের সুখ'' কিংবা কেবল "সুখ''; কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই চিন্তা করা উচিত নয় যে ইহা সুখী হওয়া বুঝায়, কেননা চাওয়ার সবকিছুই আমাদের আছে। আরেকটি শব্দ আমরা মাঝে মাঝে ব্যবহার করে থাকি তা হলো "আনন্দ" কিন্তু আমাদের অবশ্যই ভাবা উচিত নয় যে, এটি বৃহৎ হাসি দেয়াকে বুঝায়, এমন কি যখন বস্তুত: আমরা দুঃখ অনুভব করি।

সুখের জন্য আরেকটি শব্দ হলো "সন্তুষ্টি" কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই ভাবা উচিত নয় যে, এর মানে হলো বিষন্নভাবে খোদার ইচ্ছাকে গ্রহণ করা, কেননা এছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই। এই সকল শব্দগুলো যা বর্ণনা করে, তা হলো গভীর অভ্যন্তরীন সন্তুষ্টি, যা বিশ্বাসীরা অনুভব করে, সে সম্বন্ধে যা খোদা তাদের জন্যে করেছেন। এই অভ্যন্তরীন সন্তুষ্টি তাদেরকে সুখী থাকতে সাহায্য করে, এবং খোদার ব্যাপারে অভিযোগ করতে শুরু করে না, এমন কি যখন জিনিস গুলো তাদের বিরোধে মনে হলেও কেবল একটি সুখী পরিবার হিসেবে সুখী পরিবার থাকে এমনকি দুঃখের সময়েও, কেননা পরিবারের সদস্যরা সর্বদাই একে অপরের সঙ্গাতে সন্তোষ্ট। এই বইটি হলো জেরেমিয়াহ বারুস (১৫৯৯-১৬৪৬) রচিত 'The Rare Jewel of Christian Contenment' বইয়ের সরল এবং সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। বারুসের বইটি হলো ফিলিপীয়.৪:১১ এর একটি ব্যাখ্যা। তার পদ্ধতি হলো বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্বাসীদের প্রশান্তির বিষয়টি পরীক্ষা করা: তিনি বিপুল সংখ্যক বিষয় তৈরী করেন, এবং প্রায়ই পুনঃরাবৃত্তি করেন যা তিনি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বলেছেন।

অনেক পাঠকই এটিকে হ-য-ব-র-ল দেখতে পান, যদি তারা এই সংস্করণটি সরাসরি পাঠ করেন। এটিকে ব্যবহার করার সবচেয়ে উত্তম উপায় হলো পাঠ করা এবং একই সাথে কিছুক্ষন চিন্তা করা বারুস যে ক্রমানুসারে তার বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন আমি তা কঠোর ভাবে রক্ষা করেছি, শেষের দুটি অধ্যায় ব্যাতীত কেননা আমি মনে করি কিভাবে সুখ অর্জন করা যায় তা আগে বিবেচনা করা অধিকতর যুক্তি সঙ্গাত এবং তারপর কিভাবে এটিকে ধরে রাখা যায়।

১.

বিশ্বাসীদের সুখ

আমরা সবাই সুখী হতে চাই, কিন্তু আমরা সহজেই খোঁজে পাই না। সমস্যা হলো এই দুনিয়া যা প্রস্তাব করে তার সবকিছুই আমরা চাই, এই বিশ্বাসে যে তা আমাদেরকে সুখী করবে। প্রেরিত পৌলের সম্পূর্ণ ভিন্ন মনোভাব ছিল। তিনি লিখেছিলেন, "আমি সন্তোষ্ট হতে শিখেছি পরিস্থিতি যাই হউক না কেন।

আমি জানি কিসের অভাব থাকা উচিত এবং আমি জানি কোনটি প্রচুর থাকা উচিত। সন্তুষ্ট থাকার রহস্য আমি শিখেছি যে কোন এবং প্রত্যেক অবস্থাতেই" (ফিলি ৪:১১)। প্রকৃত সুখের একমাত্র উৎস হলেন খোদা। তাঁর খুশি হওয়ার জন্যে তাঁর কোনকিছু কিংবা কারো প্রয়োজন নেই। এমন কি তাঁর দুনিয়া তৈরী করার পূর্বে, ত্রিত্ববাদের তিন সত্ত্বা একে অপরের সাথে পূর্ণভাবে সুখী ছিল। বিশ্বাসীদের জন্যে খোদা কি করেন, তাদেরকে তাঁর মত সুখী করার জন্যে।

এটি দরকারী কেননা তারা নিজেদের কে সুখী করার জন্যে যথেষ্ট ভাল কিংবা শক্তিশালী নয়। তাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু খোদা তাদেরকে দিয়ে থাকেন, যেমনটি ইউহোন্না লিখেছিলেন: "তাঁর কৃপার পূর্ণতা থেকে আমরা সবাই একটির পর একটি দয়া গ্রহণ করেছি" (ইউহোন্না ১:১৬)। তাই বিশ্বাসীরা সব সময় সুখী হতে পারে, কেননা, এমনকি যখন তাদের খুব সামান্যই থাকে যা এই

দুনিয়া প্রদান করে, তাদের আত্মিক আশীর্বাদ থাকে– যা খোদা আমাদেরকে দেন। মসীহতে তাদের প্রয়োজনীয় সব কিছুই আছে। এই বিশ্বাসীদের সুখকে মাঝে মাঝে সন্তোষ্টি বলা হয়। পৌল লিখেন, "কিন্তু আসলে সন্তুষ্ট মনে ঈসায়ী ঈমান অনুসারে চললে মহা লাভ হয়। দুনিয়াতে আমরা তো কিছুই সঙ্গে নিয়ে আসিনি আর দুনিয়া থেকে কিছুই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব না। তবে খাবার ও কাপড় থাকলেই আমরা সন্তুষ্ট থাকব। কিন্তু যারা দুনিয়াতে ধনী হতে চায় তারা নানা পরীক্ষায় ও ফাঁদে পড়ে" (১ তীম.৬:৬–৯)।

টাকা পয়সার লোভ থেকে নিজেদের দুরে রেখো। তোমাদের যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থেকো। খোদা বলেছেন, " আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যাব না বা কখনো তোমাকে ত্যাগ করব না।" (ইব্রানী ১৩:৫) প্রথম জিনিস যা আমরা এই বিশ্বাসীদের সুখ সম্বন্ধে বলতে পারি, তা হলো এটি ভিতর থেকে আসে। এই অভিব্যক্তি দেয়াটা সম্ভব,কারণ আমরা অভিযোগ করছি না, আমরা সুখী তাতে যা খোদা আমাদেরকে দিয়েছেন। যখন গভীর গহবরে তখনও আমরা অসন্তোসে বিড়বিড় করছি।

কিন্তু আমরা প্রকৃতপক্ষে যা ভাবছি খোদা তা দেখেন, দাউদ লিখেছিলেন, "কেবল খোদাতেই আশ্রয় খোঁজ, হে আমার আত্মা" (যাবুর ৬২:৫); কেনান তিনি জানতেন, এটিই ছিল একমাত্র উপায় যাতে তিনি প্রকৃতপক্ষে সুখী হতে পারতেন। একইভাবে, খোদাতে এই বিশ্বাস, এই সুখ যা বিশ্বাসীদের ভেতর থেকে আসে, তাদের

প্রত্যেক অংশকে প্রভাবিত করে। দাউদ জানতেন যে, খোদা সবকিছুকে নিয়ন্ত্রন করেন; কিন্তু তারপরও তিনি হতাশ হতে পারতেন তিনি এই সত্যকে আসলে প্রভাবাভিত করতে দেননি, যে পন্থায় তিনি চিন্তা করেছিলেন। এই জন্যেই লিখেছিলেন, “হে আমার প্রান, কেন তুমি নিরাশ হয়ে পড়েছ ? কেন এত চঞ্চল হয়ে উঠেছ ?” (যাবুর.৪২:৫) তার মত, আমাদের অন্তরগুলোকেও স্থাপন করতে হবে, এমন সুখের উপর, যা আমাদের ভিতর থেকে শুর হয়, এবং আমাদের সম্পূর্ণ ভাবে সুখী করে। শরীরের তাপের মত যা, তাপীয় কাপড়ের দ্বারা আবদ্ধ এবং আমাদেরকে সম্পূর্ণ উষ্ণ রাখে। এবং যখন আমরা একবার উষ্ণ থাকি, আমরা আমাদের শীত বস্ত্রগুলোর দিচে আমরা উষ্ণতা পেয়েছি, বিশ্বাসীদের সুখও এমনই কিছু যা কেবল চলমান থাকে।

বিশ্বাসীদের সুখের ব্যাপারে আমরা আরেকটি জিনিস বলতে পারি, তাহলো এটি তখনও বিদ্যামান থাকে এমনকি যখন বিয়োগান্তক ঘটনাবলী দেখা দেয়। যখন তারা বিপদে থাকে, বিশ্বাসীদের দুঃখ কেবল অন্যান্য লোকদের মতই। অন্যেরা যখন কষ্টের মধ্যে থাকে তখন ঈমানদারগণ তাদের সাথে দুঃখ প্রকাশ করে। তারা নিজেদের জন্যে মুনাজাত করে, এবং তাদের জন্যে যারা দুর্দশাগ্রস্থ এবং এটি করা মর্যাদার বিষয় কেননা প্রভু মসীহ তিনি দুর্ভোগ পোহিয়ে ছিলেন, যখন তাঁকে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল, “তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম যারা প্রলুব্ধকৃত হচ্ছে” (ইব্রানী ২:১৮)। যদিও তারা খোদার নিকট প্রার্থনা করে, পরিপক্ক বিশ্বাসী, যাদের সমস্যাবলী রয়েছে তারা অসন্তোসের ধ্বনি

তোলে না। যখন তারা তা করতে প্রলুব্ধকৃত হয়, তারা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রন করে।

তারা খোদার ব্যাপারে অভিযোগ করে না, কিন্তু তাঁকে আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং ভালবেসে যান। যদি তারা তাদের সমস্যাবলী ব্যাপারে কথা বলেন, তারা তা মুনাজাতের মধ্যে করেন, কেননা তারা তখনও বিশ্বাস করেন যে খোদা তাদেরকে সাহায্য করতে পারেন। বিশ্বাসীদের সুখের তৃতীয় গুরুত্বপুর্ণ দিকটি হলো, যে এটি হলো খোদার কাজ।

প্রাকৃতিক ভাবে সুখী মেজাজের ফলাফল ইহা নয়, নয় কোন প্রত্যাখ্যান তাদের চারপাশে যা ঘটছে তাতে জড়াবার। এমনকি অঈমানদাররাও এটির মত নিজেদেরকে একত্রে টেনে তোলে, না উদ্বিগ্ন হতে চেষ্টা করে। কিন্তু বিশ্বাসীদের সুখ “ না উদ্বিগ্ন হওয়ার চেষ্টার” চেয়েও অনেক বেশী, তারও একটি ইতিবাচক উপাদান রয়েছে। বিশ্বাসীরা সব সময়ই সুখী হতে চায়, কেননা তা খোদাকে গৌরবান্বিত করবে।

তাই বিশ্বাসীদের সুখের ব্যাপারে আমরা একটি চতুর্থ বিষয়ের কথা বলতে পারি, তা হলো, যা একজন বিশ্বাসীকে প্রকৃতপক্ষে সুখী করে, তা করা যা খোদা চান। খোদার আনুগত্য করতে বিশ্বাসীদেরকে বল প্রয়োগ করা হয় না। তারা তা ইচ্ছাকৃত ভাবে করে, এবং খোঁজে পান যে, তা তাদেরকে সুখী করে। যখন তারা চিন্তা করা থেকে বিরত হয় তারা উপলব্ধি করেন যে কোন কিছুই তাদেরকে এত সুখী করে না, খোদার ইচ্ছার কাছে সমর্পনের

মতো। ভবিষ্যতের জন্যে খোদাকে পরিকল্পনা করতে দিয়ে তারা সন্তোষ্ট, এমনকি এই পরিকল্পনা গুলো তারা যা প্রত্যাশা করেছিল তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও। বস্তুত : তারা তাঁর পরিকল্পনাকে তাদের পরিকল্পনা থেকে বেশি পছন্দ করেন, কেননা তারা জানে যে তারা যা ভাল বলে জানে তার চেয়ে তাদের জন্যে কি ভাল তা তিনি জানেন।

মোটের উপর, তারা নিজেদেরকে যেমন উপলব্ধি করে তার চেয়েও ভালভাবে তিনি তাদেরকে বুঝতে পারেন। অবিশ্বাসী যারা বিশ্বাস করে যে তাদের ভাগ্য তাদের নিজেদের হাতে, কেবল ভবিষ্যতের জন্যে ভয়ই পেতে পারে,কারণ একটি ভুলই ধ্বংসের/সর্বনাশের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যেখানে বিশ্বাসীদের ভয় পাবার কিছুই নেই। তারা ভবিষ্যতকে খোদার কাছে অর্পণ করতে পারেন এবং তারপর তাঁকে পথ প্রদর্শন করতে দিয়ে আনন্দ পান।

সোলায়মান লিখেন, " তোমার সমস্ত দিল দিয়ে মাবুদের উপর ভরসা কর; তোমার নিজের বিচার বুদ্ধির উপর ভরসা করোনা। তোমার সমস্ত চলার পথে তাঁকে সামনে রাখ; তিনিই তোমার সব পথ সোজা করে দেবেন।" (মেসাল ৩:৫-৬)। এই জানা যে খোদা হলেন নিয়ন্ত্রনকারী, বিশ্বাসীদেরকে খুশী করে উভয় অবস্থায়ই যখন তারা বিপদের মোকাবেলা করে, এবং তারপরেও, যখন তারা পেছন ফিরে তাকায় এবং দেখে খোদা তাদেরকে কিভাবে পরিচালিত করেছিলেন। উপরন্তু যত প্রকার বিপদই ভোগ

করা হউক না কেন এই বিশ্বাসীদের সুখ টিকে থাকে। বিশ্বাসীদের সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার নেই, কোন প্রকারের দুর্ভোগ তারা সহ্য করবে; উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তারা তাদের সম্পদ হারাতে প্রস্তুত কিন্তু তাদের স্বাস্থ্য নয়। যে কোন প্রকার দুর্ভোগ আসুক না কেন তারা সুখী। হয়তো এক প্রকারের দুর্ভোগ আরেকটির অনুগামী হয়, যতক্ষন না মনে হয় তাদের সমস্ত জীবন সমস্যা দিয়ে তৈরী; কিন্তু গভীরে নেমে তখনও তারা সত্যিকার অর্থেই সুখী। হয়তো সেখানে মনে হবে তাদের সমস্যাবলীর দৃশ্যের অন্তঃ নেই; কিন্তু তখনও, হৃদয়ের গভীরে তারা সুখী। এবং খোদা, যিনি তাদের জন্যে তাদের সমস্ত জীবনের পরিকল্পনা করেছেন, সেটির দ্বারা গৌরবান্বিত হন।

২.

মহা রহস্য

পৌল লিখেন যে, সন্তোষ্ট হবার রহস্য তিনি শিখেছিলেন। তিনি এটিকে রহস্য বলেন, কারণ এটি এমন কিছু যা অনেক লোকই কখনোই শিখে না, এবং কারণ হলো অবিশ্বাসীদের জন্যে এটি বুঝা খুবই কঠিন, এটি কি যা বিশ্বাসীদেরকে সুখী করে। এই অধ্যায়ে আমরা বিশ্বাসীদের সুখ সম্পর্কে এমন কিছু জিনিস চিন্তা করতে যাচ্ছি – যা সত্যিকার ভাবেই হতবুদ্ধিকর হতে পারে। প্রথমেই, বিশ্বাসীদের সুখ হতবুদ্ধিকর কারণ ইহা একভাবে যথাযথভাবে সন্তোষ্ট হবার সাথে সম্পৃক্ত এবং আরেকটিকে সম্পূর্ণভাবে অসন্তোষ্ট হওয়া।

বিশ্বাসীরা সব সময়ই জেনে খুশী যে, খোদা তাদের সাথে আছেন, কিন্তু তারা অসুখী যদি তারা বাস্তবিকই তা অনুভব না করে। ইহাও তাদেরকে অসুখী করে, যখন তারা স্মরণ করে, তারা কত বড় পাপী, কারণ এটি হলো পাপ, যা তাদেরকে খোদার সাথে সহভাগিতা উপভোগে বিরত রাখে। একমাত্র বেহেশতই তারা নিঃস্পাপ হবে এবং খোদার সাথে নিরবিচ্ছিন্ন সহভাগিতা উপভোগ করবে, ইতিমধ্যেই, তারা যেসব জিনিস দিয়ে সন্তোষ্ট হতে পারে না, যা অবিশ্বাসীরা পছন্দ করে।

খোদা কর্তৃক প্রিয় হবার ধারণা হলো তাদের কাছে দুনিয়া প্রদত্ত /দুনিয়া প্রদান করে এমন যে কোন জিনিসের চেয়েই বেশী

গুরুত্বপূর্ণ। আশাফ, যিনি যাবুরের অনেক গীতই লিখেছেন, এর মতই অনুভব করেন। তিনি লিখেন,“ বেহেশতে তুমিই আমার সব; তোমাকে পেয়ে দুনিয়াতেও আমার চাওয়ার আর কিছু নেই।” (যাবুর ৭৩:২৫)। খোদা কর্তৃক প্রিয় হাবার এই অনুভব বিশ্বাসীদেরকে সুখী রেখেছে, এমনকি সবচেয়ে ভয়াবহ বিপদেও। খোদা যে শান্তি দান করেন বিশ্বাসীরা তাও অনুভব করতে পারে, “ যা সকল জ্ঞানের সীমা ছাড়িয়ে যায়”(ফিলিপীয়.৪:৭)।

একবার এটির অভিজ্ঞতার ফলে, তারা এটি ছাড়া সুখী হতে পারে না, কারণ তারা জানে যে, ইহা হলো প্রভু ঈসা মসীহের ফলাফল,শান্তির রাজপুত্র, তাদের নিকবর্তী হন তারা শান্তির স্বাদ পায় যখন তারা তাঁর প্রতি খুব অনুগত। পক্ষান্তরে, অবিশ্বাসীরা শান্তি চায়, কিন্তু তারা প্রভু ঈসা মসীহকে মানতে চায় না। তাদের দেখা উচিত যে, এই পর্যন্ত তারা যত লোকের সাথে দেখা করেছে তাদের মধ্যে ঈমানদারগণই হলো সবচেয়ে সুখী, সন্তোষ্ট এবং শান্তিপুর্ণ লোক।

এবং যখন তারা জিজ্ঞাসা করে ইহা এরকম কেন, বিশ্বাসীদের জবাব দেয়ার উচিত, এই কারণে যে, তারা হলো শান্তির রাজপুত্রের চাকর। আবার, বিশ্বাসীদের সুখ অবিশ্বাসীদের নিকট হতবুদ্ধিকর কারণ এটি অধিক প্রাপ্তি থেকে আসে না, কিন্তু অল্প চাওয়া থেকে আসে। অবিশ্বাসীরা ভাবে যে, যত বেশী তারা ভোগ করতে পারবে তত বেশী তারা সুখী হবে। বিশ্বাসীরা জানে যে, ইহা তাদেরকে কেবল অল্প সময়ের জন্যে সুখী করবেঃ ধনী

লোকেরা অপরিহার্যভাবে সুখী মানুষ নয়। কিন্তু বিশ্বাসীরা খোঁজে পায় যে, যা তাদেরকে প্রকৃতপক্ষে সুখী করে, তা হলো কেবল সে সব জিনিস চাওয়া যেগুলো খোদা তাদেরকে দেয়ার জন্যে পছন্দ করেন। তাদের ব্যাংক ব্যালেন্সের আকার অনুযায়ী তাদের সুখ উদিত হয় না, কিন্তু তাদের ইচ্ছা থেকে সন্তোষ্ট হতে হয় যা খোদা তাদেরকে দেন। একজন ব্যক্তি যার অনেক জিনিস আছে কিন্তু অধিক চায়, সে দুর্দশাগ্রস্থ হবে।

একজন ব্যক্তি যার কম সংখ্যক জিনিস রয়েছে কিন্তু আর কোন কিছুই চায় না, সে সুখী হবে, ঠিক এমন একজনের মত যে দুটি খাটো পায়ের দ্বারা অধিক আরামে দূরে হেঁটে যায়, তার চেয়ে যার একটি লম্বা এবং একটি খাটো পা রয়েছে। বিশ্বাসীদের জন্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যা শিখতে হবে এই গুলোর মত দিনগুলোতে, যখন অবিশ্বাসীরা সর্বদাই চাচ্ছে এবং পাচ্ছে - অধিক এবং অধিক বস্তুগত জিনিস। বিশ্বাসীদের অন্যদেরকে দেখাতে হবে, বেশি থাকার চেয়ে কিভাবে কম চেয়ে সুখী হতে হয়।

বিশ্বাসীদের সুখ সম্পর্কে তৃতীয় একটি বিভ্রান্তিকর বিষয় হলো, মাঝে মাঝে সুখী হবার উপায় হলো চিন্তিত হতে বিরত না হওয়া, কিন্তু কোন বিষয়ে ভীত হতে শুরু করা। ধরুন, আমরা কিছু সমস্যার ব্যাপারে অখুশী, যা আমাদেরকে প্রভাবিত করছে। আমরা নিজেদেরকে প্রতারিত করছি, যদি আমরা চিন্তা করি যে, আমাদেরকে সুখী করতে হলে আমাদের যা কিছু দরকার তা হল

সমস্যাটি দুর করা। যে জিনিস সত্যিকার ভাবেই আমাদেরকে অসুখী করে তাহলো পাপ। আমরা যদি সেটির ব্যাপারে অধিক ভীত হই যে, আমাদের সমস্যা গুলো এত বড় দেখা যেত না। একটি নির্দিষ্ট পাপ যা করা বিশ্বাসীদের সম্ভাবনা রয়েছে, তা হলো ভুলে যাওয়া যে, তাদের প্রত্যেকটি জিনিসই খোদার কাছ থেকে এসেছে, এবং তারা তাকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলে যায়, কিংবা তাদের দুর্ভোগের জন্যে তারা খোদাকে দোষারোপ করতে শুরু করে।

যদি তারা স্মরন করত যে খোদা সব সময়ই তাদের প্রতি অধিকতর ভাল যার যোগ্য তারা নয়, সুখী হতে তারা এটিকে সহজতর দেখতে পেতো, এমনকি বিপদের সময়েও। উদাহরণ স্বরূপ, যদি একটি পরিবার দেখতে পায় ভবিষ্যতের জন্যে তাদের পরিকল্পনা কাজ করছে না, যেমন তারা প্রত্যাশা করেছিল তখন তারা ঝগড়া এবং একে অপরকে দোষারোপ করা শুরু করতে প্রলুব্ধ হয় ; কিন্তু ঝগড়া করা হলো একটি পাপ, এবং তাদের অবশ্যই তা বন্ধ করা উচিত, এবং খোদার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত, যদি তারা ভবিষ্যতে সুখী হতে চায়।

বিশ্বাসীদের সুখের বিষয়ে আরেকটি জিনিস যা সত্যিই বিভ্রান্তিকর হতে পারে, তা হলো আমাদের সুখী হওয়ার পুর্বে একটি সমস্যা অপসারিত হবার প্রয়োজন নেই। মাঝে মাঝে খোদা আমাদেরকে আশীর্বাদ করেন যখন আমরা দুর্ভোগ পোহাতে থাকি।
পৌল লিখেন,"পাপ-স্বভাব যা চায় তা পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে

এবং পবিত্র আত্মা যা চান তা পাপ স্বভাবের বিরুদ্ধে। পাপ-স্বভাব ও পবিত্র আত্মা একে অন্যের বিরুদ্ধে বলে তোমরা যা করতে চাও তা কর না।" (গালা. ৫:১৭)

এই সংগ্রাম প্রত্যেকটি বিশ্বাসীর মধ্যে সব সময় চলতে থাকে। মাঝে মাঝে একটি সমস্যা আমাদেরকে সাহায্য করে জয়ী হতে পাপ প্রকৃতির উপর এবং খোদার কাছে নিয়ে আসে এবং সেই ভাবে দুর্ভোগ আশীর্বাদে পরিনত হয়। বিশ্বাসীদের সুখের ব্যাপারে পঞ্চম বিভ্রান্তিকর বিষয় হলো যে এটি প্রচুর চাওয়া কিংবা থাকার দ্বারা অর্জিত হয় না, কিন্তু অধিক করার মাধ্যমে, বিশ্বাসীরা বলেন, " আমার বেলায় যা ঘটে খোদা তার পশ্চাতে রয়েছেন, এবং এটি হলো তাঁর কাজ যে আমি তেমন সুখী নই যেমন একদা ছিলাম, কিন্তু আমি অবশ্যই অভিযোগ করব না।

আমি অবশ্যই খোদার সেবা করার অনেক নতুন উপায়ের অন্বেষণ করব এবং তাঁর আনুগত্যের মধ্যেই সুখ অন্বেষন করব।" যেখানেই তারা থাকে বিশ্বাসীরা খোদার সেবা করে অধিকতর সুখী হবে এবং অতিরিক্ত চাওয়ার মাধ্যমে নয়, সেগুলোর জন্য যা তাদের নেই, শিশুদের মত মেঘ স্পর্শ করতে চেষ্টা করা। ষষ্ঠ্য জিনিস যা বিশ্বাসীদের সুখকে অবিশ্বাসীদের নিকট বিভ্রান্তিকর করে তুলে তা হলো, যা বিশ্বাসীদেরকে সুখী করে, ইহা গ্রহণ করতে শেখা যে, খোদার ইচ্ছাই হলো উওম।

যখন তারা তা শিখে, তারা উদ্বিগ্ন হয় না যে, তারা যা চায় তা-ই হুবহু পেতে পারে না, আসলে তারা তা চেয়ে খুশী যা খোদা চান,

তা ভালবেসে যা তিনি ভালবাসেন, ঘৃনা করে যা তিনি ঘৃনা করেন। তারা বলে, "খোদা আমাকে আত্মিকভাবে জ্ঞানী করেছেন; খোদা আমাকে পবিত্র করেছেন; খোদা আমাকে গ্রহণ করতে শিখিয়েছেন যে, তাঁর ইচ্ছাই হলো উত্তম। এবং যেহেতু তিনি সেটাতে সন্তোষ্ট এবং সেটির দ্বারা গৌবান্বিত, আমি সুখী।"

এই কথা বলে আমরা এই ছয়টি বিভ্রান্তিকর জিনিসের সমষ্টি করতে পারি যে, যা বিশ্বাসীদেরকে সুখী করে বিষয়টি হলো যে, খোদা তাকে পবিত্র করেছেন এবং তার সুখ অতপর নির্ভর করে যা খোদা করেছেন তার উপর। যখন ইয়াকুব লিখেছিলেন," কিসে তোমাদের মাঝে যুদ্ধ এবং ঝগড়া ঘটায়? তারা কি তোমার আকাংখাগুলো থেকে আসেন না এবং তোমার মাঝে মল্লযুদ্ধ করে ?" তিনি দেখাচ্ছিলেন যে, বিশ্বাসীদের মধ্যে যা অসুখের কারণ সৃষ্টি করে, তা হলো তাদের জীবনের পাপ।

যদি আমরা ঐসব অভ্যন্তরীন পাপ অনুভূতি গুলো থেকে মুক্তি লাভ করি যা, অধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করে, আমরা অধিকতর সুখী হবো। সংক্ষেপে সত্যিকারের সুখ আমাদের যা আছে তার ফল নয়, বরং আমরা কোন প্রকারের লোক তা-ই। ইহাই হলো সুখের বড় রহস্য। এখন যারা ইহার মত সুখী, সুখী অন্তকরণ কেননা ধার্মিক অন্তকরন, দেখতে পায় যে তারা সন্তোষ্ট যা খোদা তাদের নিকট প্রেরণ করেন। বিশ্বাসীরা জানেন যে, তাদের যা আছে, তা হলো খোদার তরফ থেকে পুরস্কার, স্বাস্থ্য, বাড়ী,

খাবার, কাপড়-চোপড়, বন্ধু-বান্ধব, পরিবার, চাকুরী, সুযোগ-সুবিধা, বিনোদন। তাদের প্রত্যেকেই হলেন খোদার তরফ থেকে একটি উপহার, তার ভালবাসার একটি চিহ্ন। তাই বিশ্বাসীরা তাদের সকলের সাথেই সন্তোষ্ট এবং তাদেরকে গ্রহণ করে সুখী। হয়তো তাদের কিছু কম থাকতে পারে কিছু অবিশ্বাসীদের চেয়ে, কিন্তু তাদের যা আছে তাতেই তারা অধিক প্রশংসা করে, কেননা তারা জানে যে কম থাকা এবং খোদার সন্তান হওয়া, বেশি থাকা এবং তাঁর দোষারোপের নিচে থাকার চেয়ে ভাল।

যা হলো বেশী, বিশ্বাসীরা জানেন যে, খোদার ভালবাসার প্রত্যেকটি চিহ্নই যা তারা গ্রহণ করে, হলো একটি সঞ্চয় কিংবা নিশ্চয়তা যে, আসন্ন জীবনে খোদা তাদেরকে প্রতিশ্রুত সকল ভাল জিনিস দিবেন । তিনি তাদেরকে যা কিছুই দিয়েছেন, তাদেরকে সুখী করে এবং তাদেরকে স্মরন করিয়ে দেয়, বেহেশতে তারা কি রকম অধিকতর সুখী হবে। আবার ধার্মিক অন্তকরনের কারণে যে সব বিশ্বাসীরা অভ্যন্তরীন ভাবে সুখী, দেখেন যে, যখন তারা যন্ত্রনাভোগ করে, তারা অধিক স্বাচ্ছন্দ্য পেয়ে থাকে, প্রভু ঈসার ব্যাপারে চিন্তা থেকে, তার চেয়ে যা তারা কখনোই অভিযোগ থেকে পেতে পারত না।

তারা নতুন নিয়ম পাঠ করে এবং দেখে কত অধিক প্রভু ঈসা যন্ত্রনা ভোগ করেছিলেন, এবং তারা জানেন যে, প্রভু তাদের জন্যে অনুভব করেন, যখন তারা যন্ত্রনাভোগ করে, কেননা তিনি জানেন যে, যন্ত্রনা ভোগ করাটা কী। প্রভু ঈসা সকল প্রকার

শারিরীক, বস্তুগত, আবেগজনিত এবং আত্মিক যন্ত্রনা সহ্য করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি গরীব ছিলেন, তাই বিশ্বাসী যারা গরীব তাদেরকে তিনি সান্ত্বনা দিতে পারেন। তিনি নির্যাতিত হয়েছিলেন, তাই তিনি বিশ্বাসীদেরকে সাত্বনা দিতে পারেন, যারা অবিচারের শিকার; তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাই তিনি বিশ্বাসীদেরকে সান্ত্বনা দিতে পারেন, যারা দুর্ভোগে তাঁর কাছে শক্তির জন্য প্রার্থনা করে।

প্রভু প্রতিজ্ঞা করেছেন,“ যখন তোমরা জলরাশি অতিক্রম কর, আমি তোমাদের সাথে থাকব।” মৃত্যুতে বিশ্বাসীরা হয়তো ভীত হতে পারে, কিন্তু তারা উৎসাহিত হয় যখন তারা প্রভু ঈসার মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং বিশেষ ভাবে যখন তারা স্মরণ করে যে, তিনি মৃত্যু থেকে জেগে উঠেছিলেন। ইহাই একমাত্র উপায়, বিশ্বাসীরা শক্তি পেতে পারে যখন তারা দুর্ভোগ সহ্য করে, তারা মসীহের দিকে ফিরে, যাঁর ক্ষমতা রয়েছে তাদের পাপ ক্ষমা করার, তাদেরকে পবিত্র করার এবং তাদের সকল পরীক্ষায় সাহায্য করার, কিছু বিশ্বাসীগণ, এর নিকট লেখায় যাদের বিরাট পরীক্ষা সহ্য করতে হয়েছিল, পৌল তাদেরকে বলেন যে, তাদের নিজেদের সম্পদের উপর নির্ভর করা উচিত নয়, কিন্তু শক্তির উপর যা মসীহ প্রদান করেন।

তার প্রার্থনা ছিল যে, “ তাঁর গৌরবান্বিত শক্তির সকল ক্ষমতা অনুযায়ী” তারা শক্তিশালী হবে। ইহা এমন ছিল যে, তাদের হয়তো থাকতে পারে “ বিরাট সহ্য এবং ধৈর্য্য।”(কলসীয় ১:১১)

চুরান্তভাবে, ধার্মিক অন্তকরনের জন্যে যারাই সুখী অন্তর দেখতে পান যে, সবচেয়ে বড় সুখ আসে খোদাকে জানা থেকে। বিলাপের লেখকের সবকিছুই ছিল তাকে হতাশ করার মত, যেহেতু জেরূজালেম শহর সবে মাত্র শত্রুদের দ্বারা দখলকৃত হয়েছিল, এবং ইহা মনে হচ্ছিল যে, সেখানে খোদার লোকদের জন্যে কোন ভবিষ্যত ছিল না। কিন্তু তিনি জানতেন যে, সুখের একমাত্র প্রকৃত উৎস হলেন খোদা স্বয়ং, তাই তিনি লিখে ছিলেন,“ আমি মনে মনে বলি, “সদা প্রভুই আমার সম্পত্তি, তাই আমি তাঁর উপর আশা রাখব”(বিলাপ ৩:২৪)।

আমরা দেখেছি যে, বিশ্বাসীদের যা কিছু আছে তা খোদা দিয়ে থাকেন। যে জিনিসগুলো তিনি প্রদান করেন, সুখ আনয়ন করে, যেমন নলগুলো পানি নিয়ে আসে। কিন্তু মাঝে মাঝে এই সরবরাহ কেটে যায় এবং সরাসরি কূপ থেকে পানি নিয়ে আসতে হয়। কেবল সেই উপায়ের ক্ষেত্রে যখন খোদা যে জিনিসগুলো প্রদান করেন, সেগুলো সেখানে আর থাকে না, আমাদেরকে সুখের উৎসের নিকট যেতে হয়, স্বয়ং খোদার কাছে। যতই সময় অতিক্রান্ত হয় বিশ্বাসীরা বর্ধিত ভাবে খোঁজে পায় যে প্রকৃত সুখের উৎস হলেন স্বয়ং খোদা।

বেহেশতে তিনি হবেন সুখের একমাত্র উৎস ; “ আমি সেই শহরে কোন উপাসনা-ঘর দেখলাম না, কারণ সর্বশক্তিমান প্রভু খোদা এবং মেষ-শিশুই ছিলেন সেই শহরের উপাসনা ঘর। সেই শহরে আলো দেবার জন্য সূর্য বা চাঁদের কোন দরকার নেই, কারণ

মাবুদের মহিমাই সেখানে আলো দেয় এবং মেষ শিশুই সেখানকার বাতি ”(প্রকাশিত কালাম.২১:২২-২৩)।

এমনকি এখানে পৃথিবীর বুকে, আমরা এই সুখের স্বাদ পেতে শুরু করতে পারি একমাত্র খোদার মধ্যে। প্রভু ঈসা সমষ্টি করেছেন এই জিনিসগুলোর, যা আমরা এই অধ্যায়ে শিখেছি; “কয়েকজন ফরীশী ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন কবে মাবুদের রাজ্য আসবে। উত্তরে ঈসা বললেন, “মাবুদের রাজ্য আসবার সময় কোন চিহ্ন দেখা যায় না। কেউই বলবে না, ‘দেখ, মাবুদের রাজ্য এখানে; বা ‘দেখ, মাবুদের রাজ্য ওখানে,’ কারণ আপনাদের মধ্যেই তো মাবুদের রাজ্য আছে” (লূক.১৭:২০-২১)।

বিশ্বাসীরা সামনে তাকায় বেহেশতী হতে, কিন্তু এক অর্থে তারা ইতিমধ্যেই বেহেশতের স্বাদ উপভোগ করছে। তারা জানে যে, এই দুনিয়াতে বেহেশতের স্বাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে, তারা এটির পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করবে বেহেশতে। ইতিমধ্যেই, খোদার যা কিছু তারা অভিজ্ঞতা লাভ করে, তাদেরকে সম্পূর্নভাবে সন্তোষ্ট করে, কেননা তাদের এমন কোন প্রয়োজন নেই যা মসীহ মেটাতে পারেন না।

কিন্তু এই প্রকারের শান্তি আসে, কেবল যখন একটি মানুষের ভেতরে শান্তি থাকে। একটি সুখী পরিবারের মত যার ভিতরে বাড়ীতে শান্তি থাকে। অবিশ্বাসীরা শান্তিতে নেই এবং তাই সুখী হতে পারে না, একটি পরিবারের মত যা অসুখী কেননা তারা সব

সময় ঝগড়া করছে। বিশ্বাসীরা মূল বিষয়টি জানে যে, তাদের ভেতরে এই শান্তি ও সুখ হলো একটি নির্দশন যে তারা বেহেশতের শান্তি এবং সুখ উপভোগ করবে। ইহা জানা কিছু বিশ্বাসীকে সক্ষম করেছিল বিশ্বাস অস্বীকার করার চেয়ে বীরদর্পে মৃত্যু বরণ করতে, যেহেতু তারা সামনে দেখেছিল যে তারা বেহেশতবাসী। প্রেরিত পৌল লিখেছিলেন,“এই জন্য আমরা হতাশ হই না। যদিও আমাদের বাইরের দেহ ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে তবুও আমাদের ভিতরের মানুষ দিনে দিনে নতুন হয়ে উঠছে। এখন আমরা অল্পকালের জন্য যে সামান্য কষ্টভোগ করছি তার ফলে আমরা চিরকালের মহিমা লাভ করব। এই মহিমা এত বেশী যে, তা মাপা যায় না। যা দেখা যায় আমরা তার দিকে দেখছি না, বরং যা দেখা যায় না তার দিকেই দেখছি। যা দেখা যায় তা মাত্র অল্প দিনের, কিন্তু যা দেখা যায় না তা চিরদিনের ”(২ করিন্থীয়.৪:১৬-১৮)।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা চিন্তা করব, কেন বিশ্বাসীরা নিশ্চিত হতে পারে যে, খোদা করবেন যা তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন।

অধ্যায় ১ এবং ২ সমন্ধে চিন্তা করতে সহায়ক প্রশ্নাবলী

১। আপনার জীবনে অসন্তোষের বৃহত্তম কারণ গুলো কি কি?
. . . .সৎ হউন!

২। সন্তোষ্টি হলো স্বয়ং খোদার চরিত্রের একটি অংশ এবং একটি মূল্যবান উপহার যা তিনি তার সন্তানদের দিয়ে থাকেন। এই সন্তোষ্টির প্রকৃতি কেমন হবে - এ ব্যাপারে আপনার ধারনা কি?

৩। অধ্যায় ২ বিশ্বাসীদের সন্তোষ্টি বড় রহস্য হিসাবে বলে,যা ঐ ব্যক্তির দ্বারা বুঝা সম্ভব নয়, যিনি বিশ্বাসী নন। যদি আমরা সৎ হই, আমাদের নিশ্চিত ভাবে স্বীকার করতে হবে যে, অনেক বিশ্বাসীই এই রহস্যের ব্যাপারে অজ্ঞ। ইহা এমন কেন?

৪। বিশ্বাসীদের সন্তোষ্টি এবং আসন্ন গৌরবের প্রতিশ্রুতির মধ্যে সম্পর্ক কি অথবা কি হওয়া উচিত?

৫। “ বিশ্বাসীদের সুখ-----অধিক প্রাপ্তি থেকে নয় বরং কম চাওয়া থেকে আসে।” কিভাবে আমরা আমাদের চাহিদা বা চাওয়া কে নিয়ন্ত্রনে রাখতে পারি?

৬। বিশ্বাসী হিসাবে, আমাদের চাওয়া এবং প্রত্যাশাগুলো কিভাবে আমাদের অবিশ্বাসী আত্মীয়-স্বজন,বন্ধু-বান্ধব এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের থেকে ভিন্ন হতে পরে?

৭। ধার্মিকতা এবং সন্তোষ্টির মধ্যে সম্পর্ক কি?

৮। উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তরের আলোকে আপনার জীবন এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে কি পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন?

৩.

খোদার প্রতিজ্ঞাবলী

খোদা বড় প্রতিজ্ঞাবলী সবার প্রতি করেছেন,যারা ঈসা মসীহতে বিশ্বাস করে। খোদা যে প্রতিশ্রুতি গুলো করেছেন সেগুলোর অবশ্যম্ভাবীতার ব্যাপারে চিন্তা, বিশ্বাসীদের সুখী করতে সাহায্য করে। খোদা,যিনি ধার্মিক,পাপকে অবহেলা করেন না। কিন্তু তিনি ভালবাসার খোদাও বটে, যিনি পাপীদের জন্যে দয়া অনুভব করেন; তারা যে শাস্তির যোগ্য,তিনি তাদেরকে সেই শাস্তি থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, এবং যেহেতু তারা নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারতো না।

তিনি তাদেরকে সাহায্য করার করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং কিছু সংখ্যকের প্রতি দয়াদ্র হতে এবং তাদেরকে রক্ষা করতে। তাই তিনি তাঁর পুত্রকে প্রেরণ করলেন, প্রভু ঈসা মসীহ, যিনি মানুষ হতে সম্মত হলেন, এবং নিখুঁত আনুগত্যের জীবন যাপন করতে খোদার প্রতি, যিনি তাঁর পিতা ; তাঁর আনুগত্য খোদার লোকদের জন্যে জমা হয়েছিল। প্রভু ঈসাকে মৃত্যু দেয়া হয়েছিল ক্রুসবিদ্ধ করে। প্রভু ঈসা নিজের উপর শাস্তি গ্রহণ করে ছিলেন, যা খোদার লোকেরা তাদের পাপের জন্য পাওনা ছিল।

তাই আমরা বলতে পারি যে, খোদা বিশ্বাসীদের জন্যে মসীহের আনুগত্যকে জমা করার প্রতিশ্রুতি করেছেন, মসীহের উপর তা আরোপ করে, তাদের দোষকে তাদের থেকে সরিয়ে নিতে এবং

তাদেরকে অনন্ত জীবন দান করতে। পবিত্র আত্মা তাদেরকে নতুন জীবন দেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে আসেন, প্রভু ঈসা মসীহের উপর বিশ্বাসের দিকে, তাদেরকে নাজাতের নিশ্চয়তা দেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেন যাতে তারা পাপের প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারে। খোদার প্রতিশ্রুতিগুলো হলো তাঁর অনুগ্রহের ফল; তা হলো, এগুলো তাদেরকে দেওয়া হয় যারা সেগুলোর যোগ্য নয়। এবং জিনিসগুলো, যা খোদা দেয়ার জন্যে প্রতিশ্রুতি দেন সকলই অনন্তকালের জন্যে। মসীহের মৃত্যু অর্জন করেছে তাঁর লোকদের নিশ্চিত এবং চিরস্থায়ী নাজাত এবং তিনি তাদেরকে হারিয়ে যেতে দেবেন না।

প্রতিশ্রুতিগুলো বিশ্বাসীদেরকে দেওয়া হয়েছে স্বতন্ত্র্যভাবে এবং জিনিষগুলো খোদা তাদেরকে দেয়ার প্রতিশ্রুতি করেন ব্যক্তিগত ভাবে। খোদার দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলো হলো বিশ্বাসীদের নিকট বিরাট উৎসাহ। তিনি তাঁর সকল লোকদেরকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা তাদেরকে নিরাপত্তার অনুভূতি দান করে, এবং তাদেরকে খুব সুখী করে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে শয়তান তাদেরকে কখনোই জয় করতে পারবে না, এবং ইহাও তাদেরকে একটি নিরাপত্তার অনুভূতি দান করে, এমনকি যখন তারা শংকটাবলী এবং হতাশাসমূহের মোকাবেলা করে।

এমনকি যখন ভবিষ্যত হয় অনিশ্চিত, তারা সুখী, কেননা তারা জানে যে খোদার প্রতিশ্রুতিগুলো অব্যর্থ। খোদার বিশ্বস্ততায় দাউদের সম্পুর্ণ আত্ম-বিশ্বাস ছিল এবং জানতেন যে তিনি তাঁর কথা রক্ষা করবেন: “মাবুদের কাছে আমার বংশ কি তেমন নয় ?

আমার জন্য তিনি তো একটা চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করেছেন। সেই ব্যবস্থার সব কথা ঠিকভাবে সাজানো এবং সুরক্ষিত । আমার উদ্ধার তিনি সফল করবেন, আমার ইচ্ছা তিনি পুরণ করবেন ” (২ শ্যামুয়েল. ২৩:৫)।

এবং আজকে বিশ্বাসীদের দাউদের চেয়ে নিশ্চিত হবার বেশি কারণ রয়েছে, যে খোদা তাঁর কথা রক্ষা করবেন। তারা প্রভু ঈসার কাজের প্রতি তাকায়, যিনি তাদের জন্যে সব কিছু নিয়ে এসেছিলেন, যা খোদা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। পুরাতন নিয়মে ইস্রায়ীলের লোকেরা আনন্দ করতে পারত কারণ, খোদা ঐ জাতির প্রতি সদয় হবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু আজ বিশ্বাসীরা অধিকতর ভাল জিনিসে আনন্দ করতে পারেন, যা খোদা তাদের জন্যে ব্যক্তিগত ভাবে করেছেন (ইব্রানী.৮)।

নাজাতের প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি খোদা আরো অনেক আশ্চার্যজনক প্রতিশ্রুতি করেছেন। এই সকল প্রতিশ্রতিগুলো অবশ্যই বুঝতে হবে, বিরাট প্রতিশ্রুতিগুলোর আলোকে, যা খোদা নাজাত সম্বন্ধে করেছেন, যেহেতু এটি চিন্তা করতে সহায়ক নয় যে এমন প্রতিজ্ঞাগুলোর আক্ষরিক ব্যাখ্যাগুলো অর্থকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করে। উদাহরণ স্বরূপ, যাবুর ৯১ ধারণ করে প্রতিশ্রুতিগুলো যে খোদার লোক অসুখ, দুর্ঘটনা কিংবা ক্ষতি ভোগ করবে না।

বিশ্বাসীরা যারা দুর্ভোগের মোকাবেলা করে, আশ্চার্য হতে পারে, যদি এই যাবুরের তাদেরকে কিছু বলার থাকে। ইহা হতে পারে ইস্রায়ীলের লোকেরা ভূষিত হয়েছিল আশা করতে শারিরীক এবং

বাহ্যিক আশীর্বাদ আনুগত্যের বদলে; নিশ্চিতভাবে, মুসার শরীয়তে প্রতিশ্রুত আশীর্বাদ এবং ভয় দেখানো অভিশাপগুলো পরামর্শ দেয় যে ইহাই ছিল কারণ। কিন্তু ৯ এবং ১০ পদের প্রতিশ্রুতি: “হে সদাপ্রভু, তুমিই আমার আশ্রয় স্থান।” তুমি স্থির করেছ মহান খোদাই তোমার বাসস্থান; সেজন্য তোমার কোন সর্বনাশ হবে না, তোমার বাড়ীর উপর কোন আঘাত পড়বে না ”(যাবুর ৯১:৯-১০)।

এই অর্থ বুঝে নেয়া উচিত নয় যে, বিশ্বাসীরা কখনোই দুর্ভোগ পোহাবে না। তার পরিবর্তে, ইহা তাদেরকে শিক্ষা দেয়, আত্মবিশ্বাস রাখতে যে, খোদা সব সময়ই তাদের উপর দৃষ্টি রাখছেন এবং তাদেরকে বিপদ থেকে সুরক্ষা দিচ্ছেন। তিনি হয়তো কষ্টকে ব্যবহার করেন তাদেরকে সুশৃংখল করার জন্যে, ঠিক যেমন একজন পিতা তার সন্তানদেরকে শাস্তি দেন। ইহা প্রমান করে যে, তারা হলো খোদার সন্তান।

তাঁর অধিকার রয়েছে, তাদেরকে দেয়ার যা কিছু তিনি উপযুক্ত দেখেন, এবং ছিনিয়ে নেয়ার যা কিছু তিনি উপযুক্ত দেখেন; কিন্তু ইহা সব সময়ই তাদের ভালর জন্যে। যদি কোন কিছু দেখা দেয় যা মনে হয় তাদের জন্যে ক্ষতিকর, তারা নিশ্চিত হতে পারে যে, তাদের ভালর জন্যে, ইহা খোদার পরিকল্পনারই সমস্ত অংশ। তাই কোন প্রকৃত ক্ষতি, কোন আত্মিক ক্ষতি, কোন চিরন্তন ক্ষতি তাদের হতে পারে না।

পুরাতন নিয়মের প্রতিজ্ঞাগুলোর মধ্যে যা বিশ্বাসীরা নিজেদের প্রতি প্রয়োগ করতে পারে, হলো ইশাইয়া. ৪৩:২ এবং যিহশয়.১:৫। ইবরানীর লেখক, যিহশয় থেকে প্রতিশ্রুতিটি অত্যন্ত মজবুতভাবে উদ্ধৃত করেছেন, যেন খোদা বলছিলেন,"টাকা-পয়সার লোভ থেকে নিজেদের দুরে রেখো। তোমাদের যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থেকো। মাবুদ বলেছেন, "আমি কখনও তোমাকে ছেড়ে যাব না বা কখনও তোমাকে ত্যাগ করব না" (ইবরানী ১৩:৫) ।

তাই খোদা এই প্রতিশ্রুতিগুলো করেছেন এবং তাদের মত আরো অনেক। সকল প্রতিশ্রুতিগুলো বেহেশতকে নির্দেশ করে এবং আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে বেহেশতে থাকার কিছু আনন্দ এখানে উপভোগ করা যেতে পারে এবং এখনই, যেমন করে উত্তাল সমুদ্রের নাবিকেরা স্বস্থি বোধ করে উপকুলের চিন্তার দ্বারা।

৪.

সুখের বিদ্যালয়

এই অধ্যায়ে আমরা বিদ্যালয়ে যাচ্ছি, কিন্তু গণিত, বিজ্ঞান কিংবা ভূগোল অধ্যয়নের জন্যে নয়। মসীহ হলেন শিক্ষক এবং তিনি আমাদেরকে শেখাবেন কিভাবে সুখী হওয়া যায়। এখানে ১০টি পাঠ রয়েছে। বিশ্বাসীরা যারা এই পাঠ অনুযায়ী কাজ করবে, দেখবে তারা সত্যিকার ভাবেই সুখী হতে পারে, তাদের প্রতি যা কিছুই ঘটুক না কেন। এবং স্মরণ রাখুন মসীহ কেবল শিক্ষক-ই নন,বরং তার জীবন হলো সকল অবস্থাতেই সুখের নিখুঁত দৃষ্টান্ত।

পাঠ ১ঃ নিজেকে অস্বীকার করুন! বিশ্বাসী হওয়ার মুল্য হলো অনেক। বিশ্বাসীরা যারা অন্য কিছুর ভান করে তারা সত্য বলছে না।এই সম্বন্ধে মসীহ সম্পূর্ণ স্পষ্টবাদী ছিলেনঃ তিনি বলেছিলেন, “তারপর তিনি সবাইকে বললেন, “যদি কেউ আমার পথে আসতে চায়, তবে সে নিজের ইচ্ছামত না চলুক; প্রত্যেক দিন নিজের ক্রুশ বয়ে নিয়ে সে আমার পিছনে আসুক। যে কেউ তার নিজের জন্য বেঁচে থাকতে চায় সে তার সত্যিকারের জীবন হারাবে;কিন্তু যে আমার জন্য তার প্রাণ হারায় সে তার সত্যিকারের জীবন রক্ষা করবে”(লূক.৯:২৩-২৪)

ইহা স্বয়ং মসীহ যিনি বিশ্বাসীদের শিক্ষা দেন, কিভাবে তারা নিজেদেরকে অস্বীকার করবেন। তিনি তাদের শিক্ষা দেন যে তারা খোদার মনোযোগের অযোগ্য, যে তারা কোন কিছুরই উপযুক্ত নয়, কিন্তু নিজেদের পাপের জন্য খোদার ক্রোধের উপযুক্ত, যে তারা তাঁর সাহায্য ব্যতীত কিছুই করতে পারে নাঃ তারা উপলব্ধি করে, যখন তাদের উপভোগের জিনিসগুলো তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হয়, যে তারা খোদার কাছ থেকে কোন কিছুই পাওয়ার যোগ্য নয়, কেননা তারা তাঁর জন্যে এত সামান্যই করে থাকে।

মসীহ তাদেরকে শিক্ষা দেন যে, তারা এতই পাপী যে তারা সম্ভবতঃ ভাল জিনিসগুলোকে নষ্ট করবে যা তিনি তাদেরকে দেন। এবং যদিও তিনি হয়তো তাদের আশীর্বাদ করেন এবং তাদেরকে এই জিনিসগুলো ভালভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম করেন, যদি তিনি তাদেরকে একা ছেড়ে দেন, তারা নিশ্চিতভাবে তাদের অব্যবহার করবে।

তিনি তাদেরকে শিক্ষা দেন যে যদি তারা মারা যায় তাদের কর্ম ধ্বংস হবে না ; ইহাকে চালিয়ে যাবার জন্যে খোদা সহজেই কাউকে নিয়োগ করতে পারেন। এই জিনিসগুলো বুঝার অর্থ হলো যা ইহা বুঝায়, আমাদেরকে অস্বীকার করার মাধ্যমে। উপলব্ধি করার জন্যে আমাদের কঠোর চেষ্টা করা উচিত, কত অগুরুত্বপুর্ণ আমরা তখন সকল বিপদই ছোট দেখাবে এবং প্রত্যেক আশীর্বাদকে বড় মনে হবে।

পাঠ–২: মসীহের আত্ম–ত্যাগঃ

কেউ কখনো মসীহের মত আত্ম–ত্যাগ করেনি। ইশাইয়া লিখেছিলেন,"তিনি অত্যাচারিত হলেন ও কষ্ট ভোগ করলেন, কিন্তু তবুও তিনি মুখ খুললেন না; জবাই করতে নেওয়া ভেড়ার বাচ্চার মত, লোম ছাঁটাইকারীদের সামনে চুপ করে থাকা ভেড়ীর মত তিনি মুখ খুললেন না"(ইশাইয়া.৫৩:৭)।
ইশাইয়া ভবিষ্যদ্বানী করছিলেন কিভাবে মসীহ মৃত্যুতে সর্মপন করবেন, তাঁর লোকদের পাপের জন্যে কুরবানী হিসাবে। পৌল তাঁর সম্বন্ধে লিখে ছিলেন যে তিনি, "তিনি বরং দাস হয়ে এবং মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করে নিজেকে সীমিত করে রাখলেন। এছাড়া চেহারায় মানুষ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত, এমন কি, ক্রুশের উপর মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য থেকে তিনি নিজেকে নীচু করলেন" (ফিলিপীয়. ২:৭–৮)

এবং তার পরেও তিনি ছিলেন সমস্ত লোকদের মধ্যে সবচেয়ে সন্তোষ্ট ব্যক্তি। তাঁর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত অনুসরনের যত নিকটে বিশ্বাসীরা আসবে, তত বেশি সুখী তারা হবে। মসীহ তাঁর পিতার ইচ্ছা সম্পাদনে আনন্দ করে ছিলেন : এবং বিশ্বাসীদের শেখা দরকার যে যেখানে স্বার্থপর লোকেরা শুধুমাত্র সুখী হতে পারে যখন খোদা করেন, যা তারা চায়, আত্ম ত্যাগী লোকেরা সুখী, তাতে যা কিছু খোদা করেন।

পাঠ–৩ : খোদা ব্যতীত কোন কিছু–ই সন্তোষ্ট করতে পারে না।

" সকল কিছুই অর্থহীন" বলেন প্রচারকগণ।" তিনি বলছেন, "অসার, অসার! কোন কিছুই স্থায়ী নয়। সব কিছুই অসার!" সূর্যের নীচে মানুষ যে পরিশ্রম করে সেই সব পরিশ্রমে তার কি লাভ " (উপদেশক.১:২,৩)?

এই দুনিয়া যেসব জিনিস প্রদান করে যারা সেগুলোতে অসুখী, এমন নয় যে তারা চিন্তা করতে প্রবৃত্ত, অসুখী কারণ তাদের যথেষ্ট নেই, কিন্তু এই দুনিয়ার জিনিসগুলো সাধারণ ভাবে সুখ আনতে পারে না। মানব জাতিকে তৈরী করা হয়েছিল খোদাকে জানতে এবং তাঁকে উপভোগ করতে। মহান ধর্মতত্ত্ববিদ অগাষ্টিন লিখে ছিলেন, " তুমি তোমার জন্যে আমাদেরকে তৈরী করেছিলে এবং আমাদের হৃদয়গুলো বিশ্রামহীন যতক্ষন না তারা তোমার মাঝে বিশ্রাম করে।"

অসুখী লোক যারা চিন্তা করে যে, বেশি জিনিস থাকা তাদেরকে সন্তোষ্ট করবে, হলো অনাহারী মানুষের মত, চিন্তা করে যে মুখভর্তি বাতাস তাদের ক্ষুধার যন্ত্রানাকে থামাবে। "যা কোন খাবার নয় তার জন্য কেন পয়সা খরচ করবে ? যা তৃপ্তি দেয় না তার জন্য কেন পরিশ্রম করবে ? শোন, আমার কথা শোন, যা ভাল তা–ই খাও; তাতে সবচেয়ে ভাল খাবার পেয়ে তোমাদের প্রাণ আনন্দিত হবে" (ইশাইয়া.৫৫:২)। খোদা ব্যতীত কোন কিছু থাকাই মুল্যবান নয়।

পাঠ-৪: মসীহ্ সন্তুষ্ট করেন।

ঈসা মসীহ শিক্ষা দিয়ে ছিলেন যে তিনি স্বয়ং লোকদেরকে সত্যিকারের সুখী করেন। তিনি বলেছিলেন,“ আমি বেহেশত থেকে আসা জীবন রুটি। যদি কেউ এই রুটি খায় সে চিরকাল বেঁচে থাকবে।”(ইউহোন্না.৬:৫১) তিনি আরো বলেছিলেন,“পর্বের শেষের দিনটাই ছিল প্রধান দিন। সেই দিন ঈসা দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বললেন, “কারও যদি পিপাসা পায় তবে সে আমার কাছে এস জল খেয়ে যাক ”(ইউহান্না.৭:৩৭)।

রুটি এবং পানি হলো আমাদের শরীরের জন্যে সবচেয়ে মৌলিক চাহিদা। ঈসা শিক্ষা দিচ্ছিলেন যে তিনি আমাদের আত্মাগুলোর সবচেয়ে মৌলিক চাহিদাগুলো পরিতৃপ্ত করে থাকেন, ঠিক যেমন ইশাইয়া ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন: “ যা কোন খাবার নয় তার জন্য কেন পয়সা খরচ করবে ? যা তৃপ্তি দেয় না তার জন্য কেন পরিশ্রম করবে ? শোন, আমার কথা শোন, যা ভাল তাই খাও : তাতে সবচেয়ে ভাল খাবার পেয়ে তোমাদের প্রাণ আনন্দিত হবে” (ইশাইয়া.৫৫:২)।

ঈসা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন যে তাঁর লোকদের থাকবে “ জীবন এবং এটি পূর্ণভাবে থাকবে” এবং তাদের আনন্দ পূর্ণ হবে (যোহন ১০:১০, ১৬:২৪)।

পাঠ-৫ : একজন ভ্রমনকারী এবং একজন যোদ্ধা হউন।

বিশ্বাসীরা হলেন ভ্রমনকারী। তারা কেবল এই দুনিয়া অতিক্রম করছেন, ঠিক তাদের দেহগুলোতে ক্যাম্প করেছেন। বেহেশতে একটি অন্তরের জন্যে তারা প্রস্তুত হচ্ছেন, যখন খোদা তাদেরকে দেবেন যথাযথ পুন:রুত্থিত দেহগুলো। তাই আমাদের বর্তমান দেহগুলোর অবস্থা সম্বন্ধে অসুখী হওয়া বোকামী। ইবরানী ১১-তে আমরা লোকদের সম্বন্ধে পড়ি,

“ এই সব লোকেরা বিশ্বাসের মধ্যে জীবন কাটিয়ে মারা গেছেন। মাবুদ তাদের যা দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা তারা পাননি, কিন্তু দুরে থেকে তা দেখেছিলেন এবং খুশীও হয়েছিলেন। এই পৃথিবীতে যে তারা বিদেশী এবং পরদেশে বাসকারী তা তারা স্বীকারও করেছিলেন। কিন্তু তারা আরও ভাল একটা দেশের, অর্থাৎ স্বর্গের খোঁজ করেছিলেন। সেই জন্যই মাবুদ নিজেকে তাদের মাবুদ বলতে লজ্জা বোধ করেন না, কারণ তিনি তাদেরই জন্য একটা শহর তৈরী করেছিলেন ” (ইবরানী.১১:১৩,১৬)।

বিশ্বাসীদেরকে অবশ্যই এই রকম চিন্তা করতে শেখা উচিত। পথচারীরা যারা বাড়ী থেকে দুরে কিছু অসুবিধা মেনে নেন, যেমন গরীবানা খাবার, কিংবা ভ্রমনের কঠিন অবস্থা। বিশ্বাসীদের একটি চিরন্তন বাড়ী রয়েছে, এই পৃথিবীতে তাদের অবস্থানের অসুবিধার জন্য অকারণে তাদের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়।

বিশ্বাসীরা যুদ্ধাও বটে। পৌল তিমথীর কাছে লিখে ছিলেন, “ ঈসা মসীহের একজন ভাল সৈন্যের মত আমাদের সাথে কষ্ট সহ্য কর” (২ তিমথীয়.২:৩)। একজন সৈনিক যিনি বাড়ী থেকে দুরে প্রশিক্ষনে

অথবা সক্রিয় চাকুরীতে, বাড়ীর স্বাচ্ছন্দ্য প্রত্যাশা করেন না। বিশ্বাসীরা হলেন যোদ্ধা,শয়তানের সাথে যুদ্ধ করছে যে তাদের আত্মাগুলোর শত্রু। তাদেরকে অবশ্যই আগ্রহী হতে হবে কষ্ট সহ্য করার। তাদেরকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে ঈমানদারগণের যুদ্ধ একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ এবং সেখানে কষ্ট থাকবেই। কিন্তু যেখানে একজন সৈনিক জানতে পারে না, অবশেষে যুদ্ধে কে জয়ী হবে,বিশ্বাসীরা নিশ্চিত হতে পারে যে ঈসা মসীহ ইহাকে দেখবেন যে অবশেষ তাদেরই বিজয়।

পাঠ–৬ : ভাল সময়গুলোকে উপভোগ করুন।

নারী এবং পুরুষের উপভোগ করার জন্যে খোদার সমস্ত দুনিয়াই এখানে। তারা সত্যিকার ভাবে সুখী হতে পারে, জেনে যে তাদের সব কিছুই খোদার কাছ থেকে আসে, এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে। খোদার তৈরী করা জিনিসের প্রতি বিশ্বাসীরা তাকায় এবং তারা দেখে যে তিনি ভাল। তাই যে জিনিসগুলো তিনি তৈরী করেছেন তাদেরকে সুখী করে। কিন্তু তাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে যে খোদা তাদেরকে যে জিনিসগুলো দিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে তাদের সম্পদগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ নয় এবং তাদের হয়তো চলতে হবে এগুলো ছাড়াই, যদি এটি তাই হয় যা খোদা চান।

কঠিন সময়গুলোতে খোদা হয়তো তাদেরকে ডাকতে পারেন তাঁর সেবা করার জন্যে; কিংবা তিনি হয়ত ভাল সময়গুলোতে তাদেরকে ডাকতে পারেন তাঁর সেবা করার জন্যে, এবং যদি তিনি করেন তিনি তাদেরকে বুঝান, তাঁর দেয়া ভাল জিনিসগুলো

উপভোগ করার জন্যে। কিন্তু তিনি পছন্দ করবেন যা তাদের জন্যে উত্তম, এবং তাদেরকে অবশ্যই সুখী হতে শিখতে হবে, সেটির দ্বারা। একজন চাকুরীজীবি যে অন্য একটি চাকুরীতে স্থানান্তরিত হতে অস্বীকার করে, যখন ব্যবস্থাপক কর্তৃক তা করতে বলা হয়, তিনি ব্যবস্থাপককে সন্তোষ্ট করবেন না।

পাঠ–৭: নিজেকে জানা।

সকল বিশ্বাসীদেরকেই নিজেদেরকে অধ্যয়ন করা উচিত, এবং খোঁজে বের করা উচিত তাদের গভীরতম আকাংখাগুলো কি কি। ইহা তাদেরকে শিক্ষা দেবে যে, ইহা তাদের জীবনগুলোর ঘটনাবলী নয়, যা তাদেরকে অসুখী করে, কিন্তু তাদের হৃদয়গুলোর অবস্থা। প্রায়শই : অসুখের প্রকৃত কারণ পাপ হয়ে থাকে। বিশ্বাসীরা যারা নিজেদেরকে জানেন, অংকুরেই পাপকে বন্ধ করতে পারেন এবং নিজেদেরকে প্রচুর অসুখ থেকে রক্ষা করতে পারেন। বিশ্বাসীগণ যারা নিজেদেরকে জানেন না, খুব সম্ভবতঃ অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন, যখন সমস্যাবলী দেখা দেয়।

তারা বলতে শুরু করবে, " হয়তো খোদা আমাকে ভুলে গেছেন।" কিন্তু যদি তারা জানে যে, তাদের বিনয়ী হওয়া দরকার তারা বুঝতে পারবে যে খোদা বিপদ প্রেরণ করেছেন তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে কিংবা তাদেরকে সুশৃংখল করার জন্যে। অস্বস্থিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বিশিষ্ট একটি ঔষধ হয়তো আপনার জীবন বাঁচাতে পারে এবং একটি অভিজ্ঞতা যা কিছু অস্বস্থির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়তো আপনাকে পাপ থেকে রক্ষা করতে পারে।

যেহেতু বিশ্বাসীগণ স্ব-জ্ঞানে বেড়ে উঠে, তাদের প্রার্থনাগুলো উন্নত হয়। অপরিপক্ক বিশ্বাসীগণ যারা নিজেদের হৃদয়গুলোকে বুঝে না, অসাহায্যকারী জিনিসের জন্যে প্রার্থনা করে, এবং তখন হতাশাগ্রস্থ হয় কেননা তারা যা চায় তার সবকিছুই তারা পায় না।

পাঠ- ৮: সম্পদ থেকে সাবধান হউন।

বিশ্বাসীরা প্রায়ই ঈর্ষা করে তাদের যারা ধনী, এবং ধন যে সমস্যাবলী নিয়ে আসে তা দেখতে ব্যর্থ হয়। "সব রকম মন্দের গোড়াতে রয়েছে টাকা-পয়সার প্রতি ভালবাসা। অনেকে টাকা-পয়সার লোভে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস থেকে সরে গিয়ে নিজেদের উপর অনেক দুঃখ ডেকে এনেছে " (১ তিমথীয়. ৬:১০)।

একজোড়া নতুন জোতা হয়তো ভাল দেখা যেতে পারে, কিন্তু পরিধানকারী জানে কিভাবে সেগুলো খোঁচা দেয়; একটি শহরকে হয়তো সুন্দর দেখা যেতে পারে, কিন্তু অধিবাসীরা জানে বস্তি গুলোর দরিদ্র্য পীড়া এবং লোকেরা হয়তো বাহ্যিকভাবে ধনী এবং সমৃদ্ধিশালী হতে পারে, কিন্তু আভ্যন্তরীনভাবে দুঃখ ভারাক্রান্ত। লোকেরা যারা ধনী কিংবা বিখ্যাত প্রায়ই দুঃখ এবং সমস্যার মোকবেলা করে থাকে। উন্নতি বিপদ আনতে পারে। উন্নতি প্রলোভন আনয়ন করতে পারে: ঈসা বলে ছিলেন, " ধনী লোকদের জন্যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন।" যা হলো অধিক, ধনী এবং বিখ্যাত লোকদেরকে একদিন খোদার কাছে হিসেব দিতে হবে,কিভাবে তারা তাদের ধন কিংবা খ্যাতির ব্যবহার করে ছিল।

পাঠ-৯ : আপনি যা চান তা পাওয়া থেকে সাবধান হোন।

কিতাবের অনেক জায়গা আমাদেরকে বলে, সে সব লোকদের সম্বন্ধে যারা যা চায় তাই পায়। লোকেরা যা চায় প্রায়ই তা স্বার্থান্ধ, ইহা থাকা তাদের কোন কল্যানই করে না, তাই যখন খোদা তাদেরকে দেন যা তারা চায়, এটি হলো একটি কঠিন শাস্তি। " কিন্তু আমার লোকেরা কথায় কান দিল না; ঈস্রায়েল আমার বাধ্য হতে রাজী হল না।সেই জন্য আমি তাদের একগুঁয়ে অন্তরের হাতেই ফেলে রাখলাম, যাতে তারা নিজেদের ইচ্ছামত চলে" (জাবুর.৮১:১১-১২) ।

বানার্ড(১০৯০-১১৫৩) যিনি ছিলেন ক্লেইরভক্স-এর গীর্জাধ্যক্ষ বলে ছিলেন, " আমাকে সেটির মত দুর্দশাগ্রস্থ হতে দিও না ; আমাকে দেয়া হয় যা আমি পেতে চাই আমাকে দেয়া যা আমার অন্তর আকাংখা করে, তা হলো দুনিয়াতে ভয়ংকরতম বিচারগুলোর একটি।" শেখা যে আমাদের স্বাভাবিক আকাংখাগুলো আমাদেরকে খুব বিপথে চালিত করতে পারে, এটি হলো অন্যতম কঠিন, কিন্তু মসীহের বিদ্যালয়ের অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ শিক্ষাগুলোর একটি।

পাঠ- ১০: খোদা নিয়ন্ত্রনকারী।

খোদা সমস্ত বিশ্ব ভ্রমান্ডকে শাসন করেন এবং তা বুঝায় যে এমন কি ক্ষুদ্রতমেরও পুংখানুপুংখ ভাবে যা ঘটে, তাঁর নিয়ন্ত্রনে। তাই বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে যা ঘটে, তা সংঘঠিত হয়, কেননা তা হলো

তাদের জন্যে খোদার ইচ্ছা এবং কারণ দেখেন যে ইহা তাদের জন্য কল্যানকর হবে। ঈসা তাঁর শিষ্যদেরকে উৎসাহিত করেছিলেন, ইহা স্মরণ করিয়ে দিয়ে। তিনি বলে ছিলেন, "পাঁচটা চড়াই পাখী কি সামান্য দামে বিক্রি হয় না ? তবুও মাবুদ সেগুলোর একটাকেও ভুলে যান না। এমন কি, তোমাদের মাথার চুলগুলোও তাঁর গোণা আছে। ভয় কোরো না, অনেক অনেক চড়াই পাখীর চেয়েও তোমাদের মুল্য অনেক বেশী " (লূক.১২:৬-৭)।

বিশ্বাসীদের মুনাজাত করা উচিত যে, খোদা তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করবেন, যাতে তাঁর সবকিছুর পরিকল্পনায় তাঁর যত্ন তারা যথাযথভাবে উপলদ্ধি করতে পারে , যা তাদের প্রতি সংঘঠিত হয়। তাদের মনে রাখা উচিত যে, তারা সাধারণত: বুঝতে পারে না সব কিছু যা খোদা তাদের সাথে করছেন। যে সব কিছু তারা জানে তাদের জীবনের বিশ বছর সময়ের মধ্যে পূর্ণ করার খোদার একটি পরিকল্পনা রয়েছে, যা নির্ভর করে যা কিছু এই সপ্তাহে ঘটছে। যদি তারা এই সপ্তাহের জন্যে তাঁর ইচ্ছাকে প্রতিহত করে, তারা অন্য সকল জিনিসের ক্ষেত্রে তাঁর ইচ্ছাকে প্রতিহত করছে, যা এই সপ্তাহের উপর নির্ভর করছে।

খোদা বিভিন্ন পন্থায় কাজ করেন, এবং ইহা বিশ্বাসীদেরকে সুখী হতে সাহায্য করে, তাতে যা খোদা করেন, যখন তারা খোদা যে পন্থায় কাজ করেন সে সম্বন্ধে সামান্য বুঝতে পারে। সুনির্দিষ্টভাবে সেখানে দুটি জিনিস রয়েছে, যাতে তারা খোদার কর্মপন্থা সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করতে পারে। প্রথমতঃ খোদার লোকদের জন্যে দুর্ভোগ সহ্য করাটা স্বাভাবিক।

অবিশ্বাসীরা চিন্তা করে যে, যদি সেখানে সত্যিকারভাবে কোন খোদা থেকে থাকেন, এবং যদি এই লোকগুলো সত্যিই তাঁর হয়ে থাকে, তাহলে তারা কষ্টভোগ করত না। কিন্তু বিপরীতটি সঠিক : ঘটনাটি হলো যে, তারা কষ্ট ভোগ করে, প্রমাণ করে তারা মসীহের। পিতর লিখে ছিলেন, " প্রিয় বন্ধুরা, তোমাদের যে এখন অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে তাতে আশ্চর্য হয়ে মনে কোরো না যে, তোমাদের উপর অদ্ভুত কিছু একটা হচ্ছে। তার চেয়ে বরং তোমারা যে মসীহের দুঃখভোগের ভাগ নিচ্ছ তাতে আনন্দিত হও, যেন তাঁর মহিমা যখন প্রকাশিত হবে তখন তোমরা আনন্দে পূর্ণ হও " (১ পিতর.৪:১২-১৩)।

দ্বিতীয়তঃ খোদা মারাত্মক বিপদ থেকে বিরাট কল্যাণ নিয়ে আসতে পারেন। খোদা প্রায়ই তাঁর লোকদেরকে বিরাট পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিয়ে আসেন, তাদের প্রতি বিশেষভাবে, কল্যাণকর হওয়ার পূর্বে। ইউসুফ একজন বন্দী ছিলেন, মিশরের গর্ভনর হওয়ার পূর্বে ; দাউদ ইস্রায়ীলের রাজা হবার পূর্বে যাত্রার মধ্যে ছিলেন, স্বয়ং ঈসা মসীহ কষ্টভোগ করে ছিলেন এবং মৃত্যু বরণ করে ছিলেন, তাঁর মৃত্যু থেকে জেগে উঠা এবং গৌরবান্বিত হবার পূর্বে।

লোথার বলে ছিলেন, " ইহা হলো খোদার পন্থা ; তিনি বিনীয় হন যাতে তিনি জেগে উঠতে পারেন, তিনি হত্যা করেন যাতে তিনি জীবিত করতে পারেন ; জয়ী হন যাতে তিনি গৌরবান্বিত হতে পারেন।

৫.

সুখ আপনার জন্যে ভাল।

সুখ আপনার জন্যে ভাল। এই অধ্যায়ে আমরা মনোযোগ দিতে যাচ্ছি কেন একজন সুখী বিশ্বাসী হলেন আশীর্বাদ প্রাপ্ত বিশ্বাসী। সর্বপ্রথমে সুখী বিশ্বাসীগণ খোদার উপাসনা করেন, যেহেতু তাকে উপাসনা করা উচিত। সত্য উপাসনা কেবল মন্ডলীতে যোগ দেয়া এবং আমাদের মুনাজাত গুলো উচ্চারন করা নয়। বিপরীত ক্রমে, উপসনার অভিনয় চালিয়ে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু আমাদের মত এত অসন্তোষ্ট হৃদয় দিয়ে, খোদাকে মোটেও প্রকৃত ভাবে উপাসনা করা হয় না।

খোদা চান যে বিশ্বাসীরা তাঁকে উপাসনা করুক, তাদের সমস্ত কিছু সহকারে এবং তাদের সকলে মিলে। তখন এবং কেবল তখনই, তারা সত্যিকার ভাবে তাঁকে সন্তোষ্ট করে এবং প্রকৃত ভাবে তাঁর উপাসনা করে। তা করা যা খোদা চান সেটি হলো উপাসনা ; সন্তোষ্ট হওয়া যা খোদা প্রদান করেন, সেটিও উপাসনা। উপাসনা এবং সুখ একত্রে চলে।

দ্বিতীয়ত: সুখী বিশ্বাসীগণ হলেন তারা, যারা আত্মিক দানগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার করেন, যা খোদা প্রদান করেন, উদাহরণ স্বরূপ বিশ্বাস, নম্রতা, ভালবাসা, ধৈর্য্য, জ্ঞান এবং আশা। খোদা দেখতে চান যে, এই জিনিসগুলো তাঁর লোকদের মধ্যে গড়ে উঠুক, কেননা সুখী বিশ্বাসীদের জীবনগুলো প্রায়ই অবিশ্বাসীদের উপর সহায়ক

প্রভাব হয়। উদাহরণ স্বরূপ, লোকেরা যারা অভিযোগ ব্যতীত কষ্ট ভোগ করে, হলো অস্বাভাবিক: বিশ্বাসীরা যারা এমন করেন, ভাল একটি সাক্ষ্য প্রদান করেন, যা খোদাকে গৌরব প্রদান করে। তাই তৃতীয় জিনিসটি, আমরা বলতে পারি তা হলো, সুখী বিশ্বাসীগণ খোদার গৌরব করেন। প্রকৃতি খোদার গৌরব করে, কেননা তিনি ইহা তৈরী করে ছিলেন; এবং বিশ্বাসীগণ, যারা সুখী থাকে, তাদের পরীক্ষাগুলো সত্ত্বেও তাঁর গৌরব করেন, কেননা তিনি তাদেরকে সেটির মত তৈরী করে ছিলেন।
যখন অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের কে দেখে বিপদের সময়ও সুখী, তারা বিশ্বাস লাভ করে, কারণ খোদা কাজ করছেন। আবার, সুখী বিশ্বাসীগণ হলেন তারা, যাদের প্রতি খোদা সবচেয়ে বেশি দয়ালু। যদি তারা চায়, খোদা তাদের প্রতি ভাল হউন, তারা অবশ্যই শান্তভাবে সুখী থাকেন। তাদেরকে অবশ্যই নষ্ট শিশুদের মত আচরন করা উচিত নয়, যারা চিৎকার করে এবং কর্কশ আর্তনাদ করে, যতক্ষন না পর্যন্ত তারা পায়, যা তারা চায়। জ্ঞানী পিতামাতাগণ, শিশুটিকে কর্কশ আর্তনাদ করতে দেবেন, এবং তাকে কিছুই দেবেন না, যতক্ষন না সে শান্ত হয়।

বিশ্বাসীরা যারা কোন কিছুর জন্যে প্রার্থনা করে এবং রাগান্বিত হয়, কেননা তারা সেটি শ্রীঘ্রই পায় না, প্রায়ই দেখতে পায় যে, খোদা অপেক্ষা করেন যতক্ষন না তারা শান্ত এবং আত্মসমর্পিত হয়। তিনি তাদেরকে দেবার পূর্বে, যা তাদের দরকার। একজন শৃংখলীত বন্দী কেবল আঘাতে ক্ষত-বিক্ষতই হবে, ক্ষুব্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে। কেউ তাকে মুক্ত করে দিতে হলে তাকে অবশ্যই শান্ত হতে

হবে। আবার, সুখী বিশ্বাসীগণ হলেন সবচেয়ে উপকারী বিশ্বাসী। অস্থির এবং অশান্ত লোকেরা খোদার সেবা করার উপযুক্ত নয়। কেবল যখন খোদা আত্মা দ্বারা তাদেরকে শান্ত করেন তখনই, তারা তাঁর জন্যে কাজ করতে প্রস্তুত হবে। এবং সকল বিশ্বাসীগণ খোদার জন্যে কাজ করার জন্যে আহবান কৃত হয়, কেবল নেতৃবৃন্দ এবং যারা বিশেষ প্রশিক্ষন সম্পন্ন তারাই নয়। তাদের চিন্তা করা উচিত নয় যে, যেহেতু তারা হলো সাধারণ লোক, খোদার কাছে তাদের কোন দরকার নেই। কিংবা কেবল যে জিনিসগুলো সাধারণে সম্পাদিত হচ্ছে খোদার সেবাকে সত্যিকার ভাবে সম্পাদন করছে।

খোদার উপাসনার জন্যে কেবল যে জিনিসটি তাদের জন্যে উপযুক্ত, তা হলো একটি আভ্যন্তরীন আত্মিক সন্তুষ্টি। ষষ্টত্বঃ প্রলোভন প্রতিহত করার জন্যে সুখী বিশ্বাসীগণ অধিকতর সজ্জিত। লোকেরা যারা অসন্তোষ্ট চিত্ত সহজেই বিপথে চালিত হয়। শয়তান ভালবাসে যে বিশ্বাসীগণ উদ্বিগ্ন হউক এবং যখন তারা কষ্টের সম্মুখীন হয়, তাদেরকে প্ররোচিত করতে শয়তান তার সবকিছু করে, যে ভাল নয়; তখন তারা বুঝতে রাজি হয় যে, ইহা তাদের প্রতি সংগঠিত হওয়া উচিত নয়।

অথবা সে গরীব বিশ্বাসীদেরকে চুরি করতে প্রলুব্ধ করে, কিংবা আঘাত প্রাপ্ত বিশ্বাসীদেরকে প্রতিশোধ নিতে। যারা সুখী তাতে যা খোদা তাদের পাঠান, এমন প্রলোভনগুলোর বিরোধ্বে বাঁধার প্রাচীর। সপ্তমত: সুখী বিশ্বাসীগণ হলেন তারা যারা এখানে এবং এখন জীবনকে পূর্ণভাবে উপভোগ করে। মাঝে মাঝে এমন

লোকজন যাদের কম সম্পদ রয়েছে তারা তাদের চেয়ে সুখী যাদের প্রচুর রয়েছে কারণ তারা শিখেছে, কিভাবে সন্তোষ্ট হতে হয়, তাতে যা তাদের রয়েছে। ঠিক একটি জাতির ন্যায় যেটি তার অধিকৃত এলাকা নিয়ে সন্তোষ্ট, অধিকতর সুখী সেটির চেয়ে যেটি অবিরত যুদ্ধ চালিয়ে যায়। সব শেষে, সুখী বিশ্বাসী হলেন তারা, যারা খোদার প্রতিশ্রুত পুরস্কারগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়।

খোদা প্রত্যেককেই তাদের কাজের জন্যে পুরস্কৃত করেন। খোদা বিশ্বাসীদেরকে তাদের ভাল কাজের জন্যে পুরস্কৃত করবেন, এবং এমনকি সেই সব ভাল ইচ্ছার জন্যে, যেগুলো বাস্তবায়িত করতে তারা অক্ষম ছিল। তিনি খারাপ লোকদেরকে তাদের দুস্কর্মের জন্যে প্রতিফল দেবেন, তাদের দুষ্ট পরিকল্পনাসহ যা তারা তৈরী করেছিল, কিন্তু সম্পাদন থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। তাই বিশ্বাসীগণ যারা মসীহের জন্যে কষ্ট সহ্য করে অভিজ্ঞতা দ্বারা বিরক্ত না হয়ে, নিশ্চিত হতে পারে যে তারা তাদের প্রতিদান হারাবে না।

অধ্যায় ৩-৫ সম্বন্ধে চিন্তা করতে সহায়ক প্রশ্নাবলী

১.কিতাবে আছে আপনার জীবন এবং দৃষ্টিভঙ্গিগুলো যা আপনি পড়েছেন এবং চিন্তা করেছেন?

২. অধ্যায় ৩ পরামর্শ দিয়ে ছিল যে খোদার প্রতিশ্রুতিগুলো বিশ্বাসীদেরকে সুখী অথবা সন্তোষ্ট করা উচিত। এমন কোন সময় ছিল কি , যখন আপনি অসুখী অনুভব করে ছিলেন, কেননা, খোদাকে মনে হয়েছে তাঁর কিছু প্রতিশ্রুতি রাখছেন না। জবুর (৯:১০) এই রকম প্রতিজ্ঞাগুলোকে আমরা কিভাবে নিব? ঐ সমস্ত পরিস্থিতিকে কিভাবে আমরা সফলভাবে মোকাবেলা করতে পারি যেখানে মনে হয় খোদা তাঁর পাক কালামে করা প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী আমাদের সাথে আচরণ করছেন না?

৩. অধ্যায় ৪ পরামর্শ দেয় যে, অন্যতম একটি পন্থা, যাতে আমরা নিজেদেরকে অন্তোষের স্প্রীহার বিরোধে পাহাড়া দিতে পারি, আমাদের নিজেদের ব্যাপারে একটি সঠিক হিসাব রাখার মাধ্যমে - আমাদের সম্বন্ধে এবং আমরা যার যোগ্য সে সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষন করে নয়। বিশ্বাসীদের সুখের কাছে আত্ম ভাবমুর্তি কতটা গুরুত্বপুর্ণ?

৪.খোদার সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে একটি বাস্তব উপলব্ধি কি রকম যা বিশ্বাসীদের সন্তোষের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান? ?

৫. তৃষ্ণা নিবারণে ঈসা তাঁর সামর্থ্যের কথা বললেন (দেখুন যোহন.৪:১৩-১৪)। যার মসীহ আছে, তার উচিত তাঁকে নিয়ে সন্তোষ্ট থাকা। বাস্তব অর্থে ইহা কি বুঝায়?

৬. অধ্যায় ৪ পরামর্শ দেয় যে বিশ্বাসীদেরকে সন্তোষ্ট হওয়া শেখা দরকার যদি মন্ডলী বিদ্যালয় হয়ে থাকে, যাতে আমরা মসীহ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করছি, আমরা

কিভাবে একে অপরকে আমাদের পাঠগুলোতে সাহায্য করতে পারি?

৬.
অভিযোগ করা আপনার জন্যে খারাপ।

এই বইয়ের প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ে, আমরা বিশ্বাসীদের সুখকে বিভিন্ন ভাবে দেখেছি, যাতে আমরা শিখতে পারি, ইহা কি এবং কেন ইহা এত গুরুত্বপুর্ণ। বইটির দ্বিতীয়ার্ধে আমরা কিছু শিখতে যাচ্ছি , কিভাবে সুখী বিশ্বাসী জীবন যাপন করা যায় সে সম্বন্ধে। সুখের বিপরীত দিক হলো তিক্ততা, অভিযোগকারী আত্মা, যা সব কিছুর সবচেয়ে মন্দ দিকটি দেখে।

এই অধ্যায়ে আমরা বিবেচনা করতে যাচ্ছি , অভিযোগের মধ্যে দোষ কোথায়। এবং আমরা আবিস্কার করব যে, ইহা পাপপূর্ণ এবং অসহায়ক উভয়টিই। আধ্যায় ৭-এ আমরা কিছু অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করব, যেখানে অভিযোগ হলো সুনির্দিষ্টভাবে মারাত্মক, এবং অধ্যায় ৮-এ আমরা বিবেচনা করব কিছু সাধারণ অজুহাত যা আমরা অভিযোগের জন্যে করে থাকি তারপর আমরা দেখতে তৈরী হব, কিভাবে সুখ পাওয়া যায় এবং কিভাবে সুখী থাকা যায়।অভিযোগ করা আমাদের জন্যে খারাপ, সর্বপ্রথমে, কারণ একবার যখন আমরা শুরু করি, এটি কেবল খারাপতর হয়।

একটি অভিযোগকারী আত্মা হলো একটি মন্দ খতের মতো, যা জীবানু আক্রান্ত হয়ে গেছে। সংক্রামিত মাংসকে চিকিৎসা করা যায় না; ইহাকে অবশ্যই কেটে ফেলতে হয়, অথবা সংক্রমন সারা দেহে বিস্তার লাভ করবে। এবং অভিযোগ করার একটি প্রবণতা,

যদি ইহাকে নিয়ন্ত্রন করা না হয় আমাদের সমস্ত জীবনে তা বিস্তার লাভ করবে এবং সব কিছুকে ক্ষয় করে ফেলবে। অভিযোগ করা এত মারাত্মক কেন ? কারণ– এবং ইহা দ্বিতীয় জিনিস, যা আমরা ইহার সম্বন্ধে বলতে পারি – অভিযোগ করা হলো পাপপুর্ণ। এহুদা.১৫-১৬-এ "অসন্তোষ্ট অভিযোগকারীরা" অধার্মিক লোকদের তালিকায় প্রথমে থাকবে, যাদেরকে খোদা বিচার করবেন। অভিযোগ হলো পাপপুর্ণ: খোদা তাদের বিচার করবেন। যারা ইহা করে। কি মারাত্মক চিন্তা !

কিন্তু অভিযোগ পাপপূর্ণ কেন ? তৃতীয় জিনিস যা আমরা অভিযোগ সম্বন্ধে বলতে পারি, তা হলো ইহা খোদার বিরুধীতার সাথে সম্পৃক্ত। যখন ইস্রায়েলীয়রা মরুভূমিতে ছিল, তারা বার বার অভিযোগ করে ছিল। খোদা তাদেরকে মিশরে দাসত্ব থেকে উদ্ধার করে ছিলেন , কিন্তু দীর্ঘ দিন যাবৎ তারা খোদার প্রতি খুশী এবং কৃতজ্ঞ ছিল না। এবং প্রত্যেক বার যখন তারা অভিযোগ করেছিল খোদা এই অভিযোগগুলো স্বয়ং তাঁর বিরোদ্ধে চালিত বলে গন্য করলেন (শুমারী.১৪:২৬-২৯)।

শুমারী ১৬-তে লোকেরা মুসা এবং হারুন সম্বন্ধে অভিযোগ করে ছিল, কিন্তু খোদা সেটিকে স্বয়ং তাঁর বিরুদ্ধে বলে গন্য করলেন এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে একটি শাস্তির ব্যবস্থা করে ছিলেন:- অভিযোগ হলো মারাত্মক এবং অভিযোগকারী আত্মা অন্যদের মাঝে বিস্তার লাভের পুর্বে ইহাকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রন করতে হবে। কিন্তু, চতুর্থত: খোদার লোকদের জন্যে অভিযোগ করা বিশেষ

ভাবে মরাত্মক, কারণ ইহা হলো সব কিছুর একটি বৈপরিত্য যা ঘটে, যখন খোদা তাদেরকে ধর্মান্তরিত করে ছিলেন। তিনি তাদেরকে তাদের পাপ দেখালেন এবং তাদের দোষ স্বীকার করালেন।এবং তারা কি সত্যিকার ভাবেই কম গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলোকে তাদেরকে অসুখী করতে দেন? তিনি তাদেরকে মসীহের বিস্ময়কর ভালবাসা দেখালেন, তাঁর পিতাকে এবং বেহেশতের গৌরবগুলোকে ত্যাগ করার ইচ্ছা, একটি মানব দেহের সীমাবদ্ধতা গ্রহণে ধৈর্য্য,বিনয়,সমর্পন যথাযথ জীবন এবং পাপহীন মৃত্যু।

তারা সে সব কিছু সত্যিই ভুলে যেতে পারে, এবং অভিযোগ করে যে খোদা তাদের প্রতি ভাল হননি ? তিনি তাদেরকে মুক্ত করলেন বস্তুগত জিনিস থাকা থেকে, তাদেরকে সুখী করার জন্যে: এবং তারা কি সেটির জন্যে সত্যিই অভিযোগ করতে যাচ্ছে ? এখন মসীহ হলেন তাদের প্রভু এবং রাজা : তারা কি সত্যিই তাঁর নেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করতে যাচ্ছে, তাঁর সম্বন্ধে অভিযোগের মাধ্যমে ? খোদা তাদেরকে কিনে ছিলেন, তাঁর ইচ্ছার কাছে সমর্পন করতে: এবং এখন যদি তারা অভিযোগ করে, ইহা বলে তারা কখনোই সত্যিকার ভাবে সমর্পিত নয় এবং হয়ত তারা বিশ্বাসী-ই নয়।

যদি বিশ্বাসীরা স্মরণ করে যা খোদা তাদের জন্যে করেছেন, তাঁর ভালবাসা, তাঁর ক্ষমা, তাঁর নতুন জীবন দান এবং যদি তারা স্মরণ করে যে তিনি নির্দিষ্টভাবে তাদেরকে ধর্মান্তরিত করে ছিলেন, যাতে তারা সেই সকল জিনিসের আলোতে জীবন যাপন করতে

পারে, তাদের মৃত্যুর দিন পর্যন্ত। তারা অভিযোগ করবে না, কিন্তু ঈসা মসীহের নিকট সমর্পন করতে চাইবে, তাদের প্রভু এবং রাজা এবং নাজাতদাতা হিসাবে। পঞ্চম জিনিস যা আমরা অভিযোগ সম্বন্ধে, বলতে পারি তা হলো ইহা আদর্শ মানের নিচে, যা খোদা বিশ্বাসীদের জন্যে বেঁধে দিয়েছেন। খোদা হলেন তাদের পিতা: যদি তারা অভিযোগ করে, ইহা বুঝায় যে তারা বিশ্বাস করে না যে তিনি ইচ্ছুক অথবা তাদের সর্বোচ্চ স্বার্থগুলো দেখ শোনা করতে তিনি সক্ষম।

মসীহ হলেন তাদের স্বামী: যদি তারা অভিযোগ করে, ইহা বুঝায় যে তারা তাঁর ভালবাসাকে অবিশ্বাস করে। পবিত্র আত্মা হলো তাদের সাহায্যকারী: যদি তারা অভিযোগ করে ইহা গুরুত্ব আরোপ করে যে তারা সত্যিকার ভাবে বিশ্বাস করে না যে তিনি তাদেরকে সাহায্য করতে পারেন অথবা করবেন। চলুন আমরা আরো বিশদ ভাবে তাকাই আদর্শ মানগুলোর দিকে, যা খোদা বিশ্বাসীদের জন্যে স্থির করেছেন। তিনি তাদেরকে উত্তরন করেছেন একটি বিরাট সম্মানের স্থানে, তাদেরকে বেহেশত এবং পৃথিবীর মালিক করেছেন, তাদেরকে স্বয়ং তাঁর নিকটতর করেছেন, এমনকি ফেরেশতাদের চেয়েও তাদেরকে মসীহের সাথে সংযুক্ত করেছেন।

বিশ্বাসীরা বিশেষ সংরক্ষিত অধিকারের স্থানে রয়েছেন। কিন্তু খোদার একটি উদ্দেশ্য রয়েছে তাদেরকে সে স্থানে আহবানের মধ্যে। ইহা ছিল, যাতে তাদের জীবনগুলো খোদার ক্ষমতাকে প্রদর্শন করে । প্রত্যাশা করতে খোদার একটি অধিকার রয়েছে যে

যাদেরকে তিনি এত বিরাট ভাবে সম্মানিত করেছেন, তারা অভিযোগ করবে না। খোদা কেবল তাদের ত্রানকর্তা-ই নন: তিনি তাদের পিতাও। পিতারা দেখতে ভালবাসেন, তাদের নিজেদের ভাল বিষয়গুলো, তাদের শিশুদের মধ্যে আসতে। এবং খোদা দেখতে ভালবাসেন তাঁর রুহকে তাঁর শিশুদের কাজে।

তিনি তাদেরকে বিশেষ ভাবে দেখতে চান, তাঁর পুত্র ঈসা মসীহের ন্যায় হতে যিনি মারাত্মক ভাবে কষ্ট ভোগ করে ছিলেন, এবং কখনো একটি বারের জন্যেও অভিযোগ করেননি, কিন্তু মুনাজাত করেছিলেন, " আমি যা ইচ্ছা করি তা নয়, কিন্তু আপনি যা ইচ্ছা করেন।" প্রত্যাশা করতে খোদার একটি অধিকার রয়েছে যে তাঁর সন্তানেরা অভিযোগ করবে না। যদি বিশ্বাসীগণ দাবী করেন যে খোদা তাদের কাছে বেশি কিছু এই দুনিয়ার জিনিসগুলোর চাইতে। তাদেরকে ইহা প্রমান করা উচিত তাদের জীবন পদ্ধতির মাধ্যমে।

আচরনে অসংলগ্ন হওয়ার চেয়ে বিশ্বাসী হতে দাবী না করা অধিকতর ভাল । প্রত্যাশা করতে খোদার একটি অধিকার রয়েছে যে, যারা বিশ্বাসী হওয়ার দাবী করে, তারা বিশ্বাসীদের আদর্শ মান বজায় রাখবে। খোদা বিশ্বাসীদেরকে বিশ্বাস দান করেছেন, যাতে তারা নিশ্চিত যে, সকল কিছু যা তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন হলো তাদের, অধিকার বলে। পাক্ কিতাব বলে তাদের "বিশ্বাসের মাধ্যমে বাঁচা উচিত।" ইহা বুঝায় না যে তারা সকল কিছুকেই ঝামেলা মুক্ত ভাবে প্রত্যাশা করতে পারে। যদি সেটি সত্য হতো, তা হলে বিশ্বাসের কোন দরকার থাকতো না?

ইহা যা বুঝায় তা হলো তারা খোদার ইচ্ছাকে আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করতে পারে, কারণ তারা জানে যে তিনি তাদের কাছে সকল প্রকার ভাল জিনিসের প্রতিজ্ঞা করেছেন। এবং প্রত্যাশা করার খোদার একটি অধিকার রয়েছে যে যারা তাঁর প্রতিশ্রুতিগুলোকে বিশ্বাস করতে শিখেছে তারা অভিযোগ করবে না। সংক্ষেপে খোদা প্রত্যাশা করেন বিশ্বাসীরা পরীক্ষার সময় ধৈর্য্যশীল হবে এবং আনন্দ করতে কঠিন সময়ে তাঁর কৃপাতে অনেকে ইতিমধ্যেই এই উচ্চ মান অর্জন করেছে: ইবরানী ১১ তে তাদের কিছু সংখ্যক সম্পন্ধে আমরা পাঠ করতে পাই।

সাধারণ লোকেরা যারা খোদার উপর ভরসা করে ছিল, তাদেরকে সাহায্য করতে, যখন দিন কাল কঠিন ছিল। খোদা ইহাকে প্রত্যাশা করেন; অন্যেরা ইহা করেছে; তাই আমরা করতে পারি। এখন অভিযোগের প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে ষষ্ঠ্য একটি জিনিস আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য করা উচিত তা হলো অভিযোগ আমাদের মুনাজাতগুলোকে অর্থহীন করে ফেলে। আমরা বলতে পারি না, " তোমার ইচ্ছা সংগঠিত হবে " এবং প্রত্যাশা করতে পারি না আমাদের ইচ্ছা কার্যকর হবে! আমরা বলতে পারি না, " আমাদেরকে আজ আমাদের দৈনিক রুটি দিন" এবং পারি না প্রত্যাশা করতে আগামীকালের জন্যে বিলাসিতা।

মোনাজাতের গুরুত্বপুর্ণ কাজটি বুঝায় যে, আমরা স্বীকার করি যে, আমাদের যা কিছু আছে তা খোদার কাছ থেকে আসে। যদি আমরা অভিযোগ করা শুরু করি, সে সম্বন্ধে যা খোদা দান করেন,

আমরা হয়তো এর চেয়ে বরং মোনাজাত করা পরিত্যাগ করতে পারি।
সপ্তমত: অভিযোগ কেবল অসুখেরই সৃষ্টি করে। ইহা হলো সময়ের অপচয়: আমাদের হৃদয়গুলো অভিযোগে এত বেশি ব্যস্ত হয় যে, আমরা খোদা এবং খোদার কালাম সম্বন্ধে চিন্তা করা বন্ধ করে দেই। ইহা আমাদেরকে খোদার উপাসনার ক্ষেত্রে অক্ষম করে তুলে। একজন সুখী লোক স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করতে পারে অন্যদেরকে, তাদের প্রয়োজনের সময়ে।

কিন্তু একজন অভিযোগকারীর দেবার কিছুই নেই। খোদার কাছ থেকে দুরে সরে যাওয়ার প্রথম পদ ক্ষেপ হলো অভিযোগ এবং ইউনুসের মত, খোদার ইচ্ছাকে ব্যর্থ করেত চেষ্টা করা, সেটির কাছে সমর্পন করার পরিবর্তে। সবচেয়ে নিকৃষ্ট, অভিযোগ আমাদেরকে অকৃতজ্ঞ বানায় এবং পাক কিতাব অকৃতজ্ঞতাকে একটি পাপ হিসাবে গন্য করে। অভিযোগকারী বিশ্বাসীরা কৃতজ্ঞ নয়, তাদের যত দান রয়েছে সেগুলোর জন্যে। তারা দাবী করে তারা বৃহত্তর দান চায়, যাতে তারা সব চেয়ে বেশি খোদার গৌরব করতে পারে। কিন্তু যা তাদের ইতিমধ্যেই আছে তার জন্যে তারা সত্যিই কৃতজ্ঞ নয়।

বিশ্বাসীরা এই উভয়টির মতই অকৃতজ্ঞ হতে পারে, যে আত্মিক দান খোদা তাদেরকে দেন তাতে, এবং যে বস্তুগত আশীর্বাদ তাদের রয়েছে সেগুলোতে। কিন্তু খোদা প্রত্যাশা করেন বিশ্বাসীদেরকে কৃতজ্ঞ হতে, এবং তাঁর প্রশংসা করতে তিনি যে সব

কিছু তাদেরকে দিয়েছেন সেগুলোর জন্যে। লুথার বলেছিলেন, “খোদার রুহের পদ্ধতি হলো, খারাপ জিনিসগুলো সম্বন্ধে কম চিন্তা করা এবং ভাল জিনিসগুলো সম্বন্ধে বেশি চিন্তা করা। চিন্তা করা যে যদি একটি ক্রুশ আসে, ইহা কিছুই নয় একটি ছোট জিনিস ছাড়া, কিন্তু যদি একটি কৃপা আসে ইহা একটি বড় জিনিস।” যদি পরীক্ষা আসে, বিশ্বাসীদেরকে খোদাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত, যে ইহা এত মারাত্মক নয় যা ইহা হতে পারতো। পাকরুহ তাদেরকে শিক্ষা দেয়, কিভাবে তাদের আশীর্বাদ গুলোকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করবে এবং তাদের সমস্যাগুলোকে কম, শয়তান বিপরীত করে: মরুভূমিতে ইস্রায়েলীয়দের দিকে তাকান।

তারা মুসাকে বলেছিল, “ তুমি এই মরু-এলাকায় মেরে ফেলবার জন্যই এমন দেশ থেকে আমাদের বের করে এনেছ যেখানে দুধ, মধু আর কোন কিছুর অভাব ছিল না। এটাই কি যথেষ্ট নয় ? তার উপর এখন আবার আমাদের কর্তা হতে চাইছ” (শুমারী ১৬:১৩)। অভিযোগকারী স্প্রীহা তাদের ভেতর এমন মাত্রায় প্রবেশ করেছিল যে তারা সত্যকে বিকৃত করেছিল।মিশর, দাসত্বের ভুমি, বলপুর্বক শ্রম , প্রহার এবং তাদের সন্তানদের জবাই, “ দুধ এবং মধু বহমান ভুমি ” ছিল না। মুসার নেতৃত্বকে প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং তার উদ্দেশ্যাবলী মিথ্যা সাব্যস্ত হয়েছিল।

বিশ্বাসীরাও ইহার মত ব্যবহার করতে পারে ; যখন সসম্যা আসে, তারা চিন্তা করতে প্রলুব্ধ হয় যে তারা পুর্বে অধিকতর সুখী ছিল, এবং চিন্তা তাদেরকে কেবল অধিকতর অসুখী করে।

তাই আমরা অভিযোগ সম্পর্কে অষ্টম একটি জিনিস যোগ করতে পারি। যেহেতু ইহা যা কিছু করে তা আমাদেরকে অধিকতর অসুখী করতে, ইহা কেবল পাপ পুর্ণই নয়, বোকামীও। যা আমাদের নেই সে সম্বন্ধে অভিযোগ করে কি লাভ? ইহা কি, এটিকে সহজতর করে, উপভোগ করতে, যে জিনিসগুলো আমাদের রয়েছে ? একটি শিশু কি যে তার রুটিকে নিক্ষেপ করে, কারণ তার ক্ষুধাকে তৃপ্ত করার জন্যে সেখানে কোন পিঠা নেই ?

অভিযোগ করা হলো অর্থহীনঃ "তোমাদের মধ্যে কে চিন্ত-ভাবনা করে নিজের আয়ু এক ঘন্টা বাড়াতে পারে ?"(মথি.৬:২৭) অবশ্যই উত্তরটি হলো, ইহা কেউ করতে পারে না! মৃত্যুতে হয়তো লোকেরা নিজেদের জন্য উদ্বিগ্ন হতে পারে, কিন্তু অভিযোগ তাদের কোন উপকারই করবে না। খোদা হয়তো স্থগিত করতে পারেন একটি আশীর্বাদকে, যতক্ষন না তারা একটি উপযুক্ত মানসিক অবস্থায় উপনীত হয়, সেটিকে গ্রহণ করতে। অথবা যদি খোদা আশীর্বাদ মঞ্জুর করেন, বিশ্বাসীরা হয়তো খোঁজে পেতে পারে যে তাদের আত্মা এখন এত তিক্ত যে, তারা খোদার মহানুভবতাকে উপলব্ধি করতে পারে না।

এই ঘটনাটির মূল বিষয় হলো যে, অভিযোগ করা বোকামী, কেননা ইহা জিনিসকে অধিক খারাপ বানায়।
অভিযোগকারী বিশ্বাসীরা হলো অহংকারী বিশ্বাসী, যা তাদের জন্যে খোদার ইচ্ছার কাছে নত হতে অস্বীকার করে। তারা নাবিকদের মত যারা একটি ঝড় সম্বন্ধে অভিযোগ করে, এটিকে

মোকাবেলা করতে তাদের জাহাজকে প্রস্তুতকরার পরিবর্তে। সতর্ক নাবিকেরা ঝড়ের কাছে নতি স্বীকার করে এবং তাদের পালকে নামিয়ে ফেলে। শেষ দু'টি জিনিস আমরা হয়তো অভিযোগ করা সম্বন্ধে লক্ষ্য করব, সেগুলো অত্যন্ত মারাত্মক। অভিযোগ খোদার রাগকে উত্তেজিত করে। যখন ইস্রায়েলীরা অভিযোগ করেছিল তখন তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে ছিলেন : যখন বিশ্বাসীরা অভিযোগ করে তিনি রাগান্বিত হন।

ইস্রায়েলীয়রা শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছিল কেননা তারা অভিযোগ করেছিল এবং বিশ্বাসীদের সাবধান হওয়া উচিত খোদার শাস্তিকে আমন্ত্রন জানানোর মাধ্যমে যেন তারা তাদের সমস্যা না বাড়ায়। অস্থির এবং অভিযোগকারী আত্মা হলো শয়তানের আত্মা। সে ছিল প্রথম বিদ্রোহী, প্রথম অভিযোগকারী, খোদা কর্তৃক অভিযুক্ত হওয়াতে সর্বপ্রথম সকল বিদ্রোহী হলো অভিশপ্ত এবং বিশ্বাসীদের উচিত খুব মারাত্মক ভাবে নেয়া, যা পাক্ কিতাব অভিযোগ সম্বন্ধে বলে। শেষ যে জিনিসটি আমরা অভিযোগ করা সম্বন্ধে বলতে পারি তা হলো, খোদা হয়তো তার পরিচর্যা এবং প্রতিরক্ষা তাদের থেকে প্রত্যাহার করতে পারেন, যারা তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ করে।

একজন অসন্তোষ্ট চাকুরী জীবি হয়তো ঝাঁকুনি খেতে পারে এবং অন্য আরেকটি চাকুরী খোঁজার জন্যে পাঠানো হতে পারে; এবং খোদা হয়তো তাঁর লোকদেরকে অন্য প্রভু অন্বেষনের জন্যে পাঠাতে পারেন, যদি তারা পন্থা সম্বন্ধে অভিযোগ করে, যেভাবে

তিনি তাদের সাথে ব্যবহার করেন। ইহা হতে পারে, কারণ তিনি তাদেরকে সুশৃংখল করতে চান, এবং তাদেরকে দিয়ে তাঁকে বিশ্বাস করাতে পারেন, কিংবা ইহা হতে পারে কারণ তারা কখনোই প্রকৃত বিশ্বাসী ছিল না। অভিযোগ করা আপনার জন্যে খারাপ: পিচ্ছিল পাহাড়ের নিম্নগামী রাস্তায় এটি হলো প্রথম পদ ক্ষেপ। কিছু ইহুদী যারা অভিযোগ করেছিল নির্জন প্রান্তরে, কখনোই প্রতিশ্রুত ভূমি দেখতে পায়নি।

৭.

॥ অভিযোগ বন্ধ করার সময় ॥

অভিযোগ করা সব সময়ই অন্যায় এবং বোকামী। কিন্তু কিছু কিছু অবস্থা আছে যেখানে ইহা সুনির্দিষ্ট ভাবেই মারাত্মক। এই অধ্যায়ে আমরা এরকম চারটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করব।

প্রথমত: অভিযোগ করা সুনির্দিষ্ট ভাবেই মারাত্মক, যখন আমরা বিরাট ভাবে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছি। উদাহরণ স্বরূপ: যদি আমাদের মন্ডলী জীবনে সমস্যা থাকে, আমরা অভিযোগ করতে প্রলুব্ধ হই, এবং ভুলে যেতে, আমাদের কত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে উপাসনা করতে এবং সুসমাচার প্রচার করতে আমরা স্বাধীন, যেমনটি আমরা চাই। কিছু কিছু দেশে বিশ্বাসীরা তাদের স্বাধীনতা অথবা তাদের জীবন হারানোর ভয়ে আছে, কারণ তারা মসীহের কিংবা খোদা অন্য আরেকটি মন্ডলীর প্রতি ভাল আমরা ঈর্ষান্বিত হতে এবং অভিযোগ করতে প্রলুব্ধ হই।

এবং ভুলে যেতে আমাদের কত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, খোদা তাদের এবং আমাদের উভয়কেই আশীর্বাদ করেছেন,যদিও ভিন্ন ভিন্ন পন্থায়। হয়তো আমাদের পালা পরবর্তীতে আসবে: যদি খোদা তাদের জন্যে ইহা করতে পারেন, তিনি আমাদের জন্যেও তা করতে পারেন। কিংবা যদি খোদা আমাদের মন্ডলীর প্রতি সদয় হন, একটি সময়ে যখন আমাদের ব্যক্তিগত সমস্যাবলী রয়েছে আমরা ভুলে যেতে প্রলুব্ধ হই যে, আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত,

তার জন্যে যা খোদা করছেন, এবং আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্যে অভিযোগ না করা। আমাদের সব সময় আনন্দ করতে সক্ষম হওয়া উচিত, যখন খোদা তাঁর মন্ডলীর প্রতি সদয় থাকেন।

দ্বিতীয়ত: অভিযোগ করা হলো সুনির্দিষ্ট ভাবে মারাত্মক যদি আমরা তুচ্ছ জিনিসের জন্যে অভিযোগ করি। একজন মায়ের উদ্বিগ্ন হওয়া বোকামী কারণ তার স্বাস্থ্যবান, সুখী শিশুটির একটি ক্ষীণ জন্মদাগ রয়েছে। ইহা ছিল রাজা আহাবের অন্যায় যে সমগ্র একটি রাজ্য নিয়ন্ত্রন করেছিল, মন খারাপ করা কারণ তার নির্দিষ্ট একটি আঙ্গুরের বাগান ছিল না। এবং ইহা বিশ্বাসীদের জন্যে মূর্খতা, এই নগন্য জিনিসের জন্যে অভিযোগ করা।

তৃতীয়ত: অভিযোগ করা সুনির্দিষ্ট ভাবেই মারাত্মক, যদি ইহা তাদের দ্বারা করা হয়, যাদের প্রতি খোদা বিশেষ ভাবে দয়ালু। যদি একজন ভ্রমনকারীকে বিনামূল্যে আতিথেয়তা দেয়া হয় এবং ইহাতে দোষ অন্বেষন করে, সে হলো রূঢ় এবং অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি। এখন, বিশ্বাসীরা হলো এই দুনিয়াতে ভ্রমনকারী, এবং তাদের যা আছে সেগুলো খোদা কর্তৃক তাদেরকে বিনামূল্যে দেয়া হয়েছে। যদি খোদা তাদেরকে সেই ভালগুলো দিয়ে থাকেন, অভিযোগ করার জন্যে তাদের কোন অজুহাতই নেই। সবশেষে, অভিযোগ করা হলো সুনির্দিষ্ট ভাবে মারাত্মক যদি আমাদের বিপদগুলো খোদার পরিকল্পনার অংশ হয়ে থাকে, আমাদেরকে বিনয়ী করার জন্যে। পাক্ কিতাব বলে যে ইনোক খোদার সাথে হেঁটে ছিলেন, তা হলো তিনি দেখে ছিলেন, খোদা তার জীবনে কি করে ছিলেন,

এবং এটির প্রতি সমর্পিত হলেন, এবং তাঁর জীবন কে সে অনুযায়ী গঠন করলেন। এমনকি বিপদের সময়ে বিশ্বাসীদের নত হতে প্রস্তুত, তার প্রতি যা খোদা চান, এবং গ্রহণ করতে যে তিনি তাদেরকে বিনয়ী করতে এটি করেছেন, এবং তাদের আত্মিক কল্যান সাধন করেন। অভিযোগ করা হলো অন্যায় কেননা খোদা আমাদের মঙ্গল সাধন করছেন; ইহা বিশেষ ভাবে অন্যায় অভিযোগ করতে থাকা, যদি তিনি আমাদের মঙ্গল করতে থাকেন।

অবশ্যই, সমস্যা সহ্য করা সহজ নয় কিন্তু পাক্ কিতাব আমাদেরকে বলে যে পরবর্তীতে, "শাসনকে আমরা আনন্দের ব্যাপার বলে মনে করি না, বরং দুঃখের ব্যাপার বলেই মনে করি; কিন্তু মাবুদের শাসন মেনে নেবার ফল হল শান্তিপূর্ণ সৎ জীবন" (ইব্রানী.১২:১১)।

খোদার বিনয়কারী হাতের যত বেশি অভিজ্ঞতা বিশ্বাসীরা লাভ করে, তত বেশি তাদের উচিত তাদের প্রতি তাঁর যত্নকে উপলব্ধি করা। যখন আমরা নিজেদেরকে এগুলোর যে কোন অবস্থাতে অভিযোগ করতে দেখতে পাই, ইহা থেমে যাবার সময়। কিন্তু আবার দেখুন তৃতীয় এবং চতুর্থ অবস্থা যা আমি বর্ণনা করেছি। বিশ্বাসীরা সব সময় তাদের অবস্থানে, যাদের প্রতি খোদা বিশেষ ভাবে দয়ালু ; বিশ্বাসীরা সব সময় তাদের অবস্থানে,যাদের সাথে খোদা কাজ করছেন,তাদের নিজেদের ভালর জন্যে। তাই অভিযোগ সব সময়ই মারাত্মক যখন এক জন বিশ্বাসী সেটি করে।

এবং সেটি বুঝায় যে অভিযোগ বন্ধ করার সময় সর্বদা একই ইহা এখনই!

৮.
কোন অজুহাত নয়!

সেই থেকে যখন প্রভু আদম এবং হাওয়াকে প্রথম পাপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে ছিলেন, এর এবং নারী তাদের আচরনের জন্যে অজুহাত তৈরী করেছে। এখানে কিছু অজুহাত রয়েছে, যা তারা অভিযোগের জন্যে করে। "আমি অভিযোগ করছি না: আমি কেবল আসল বিষয়টি বর্ণনা করছি।" ইহা অবশ্যই বিশ্বাসীদের জন্যে ভাল তাদের অবস্থাকে বাস্তবতার আলোকে দেখা ; কিন্তু তাদের অভিযোগ করা উচিত নয়। বিপরীতক্রমে, মুল ঘটনাবলী সম্বন্ধে সচেতন হওয়া হলো, সচেতন হওয়া তাদের প্রতি খোদার করুণা কত মহান।

যদি তারা খোদার করুণার চেয়ে নিজেদের সমস্যাবলী সম্বন্ধে বেশি চিন্তা করে, তাহলে মুল ঘটনাগুলোর ব্যাপারে তাদের একটি বিকৃত দৃষ্টি ভঙ্গি রয়েছে।মুল ঘটনাবলী সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, একজন বিশ্বাসীকে বিরত করে না খোদার উপাসনা থেকে, যা তার উচিত। কিন্তু তার সমস্যাগুলো সম্বন্ধে অভিযোগ করা বিরত করে। সকল উপায়ে চলুন আমরা মুল বিষয়গুলোকে মোকাবেলা করি, কিন্তু সেটি আমাদেরকে খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াতে পরিচালিত করা উচিত, কেবল তার জন্যে নয় যা তিনি আমাদের জন্যে করেছেন, কিন্তু তিনি অপরের জন্যে যা করেছেন তার জন্যেও। যদি আমরা তাদেরকে ঈর্ষা করি, ইহা দেখায় যে, আমরা

আমাদের বিপদগুলো সম্বন্ধে খুব বেশি চিন্তা করছি এবং খোদার মহানুভবতা সম্বন্ধে যথেষ্ট করছি না।
"আমি অভিযোগ করছি না: আমি কেবল পাপের ব্যাপারে সচেতন।" ইহা বলা সহজ, প্রায়ই কি বিপদের কারণ সরিয়ে নেয়া হয়, পাপের ধারণাকৃত জ্ঞান মিলিয়ে যায় এবং সেটি কেবল দেখিয়ে যায়, সেখানে পাপের প্রকৃত স্বীকারোক্তি মোটেও ছিল না। বিশ্বাসীগণ যারা সত্যিই পাপের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন , তাদের দোষের ক্ষেত্রে যোগ করতে চাইবে না, অভিযোগ করার মাধ্যমে। তার বদলে, তারা খোদার নিয়মের প্রতি নত হয়ে সুখী হবে। " আমি অসুখী, কেননা আমি অনুভব করি না যে খোদা আমার সাথে আছেন।" কিন্তু ঠিক যেহেত আমরা কষ্ট ভোগ করছি , ইহা বুঝায় না যে খোদা আমাদেরকে ত্যাগ করেছেন।

একজন পিতা তার পুত্রের প্রতি ঘোরে দাঁড়ান না, কারণ তার ঘটনা রয়েছে তাকে সুশৃংখল করার। খোদা প্রতিজ্ঞা করেছেন তাঁর লোকদের সাথে থাকার, বিশেষ করে বিপদের সময়ে: " যখন তুমি সমুদ্র অতিক্রম করে যাও, আমি তোমার সাথে থাকব; এবং যখন তুমি নদীগুলো অতিক্রম করে যাও, তারা তোমাকে প্লাবিত করবে না " (ইশাইয়া.৪৩:২)। সুতরাং খোদা এখানেই, কিন্তু হয়তো বিশ্বাসীগণ ইহা অনুভব করে না, কারণ তাদের অভিযোগের স্পৃহা তাদেরকে দুরে সরিয়ে দিয়েছে খোদার উপস্থিতির যে কোন উপলব্ধি থেকে। যদি তারা তাঁকে কাছে অনুভব করতে চায়, তাদেরকে অবশ্যই শান্ত এবং সমর্পিত হতে হবে এবং অবশ্যই সতর্ক হতে হবে, সে প্রকারের লোক হতে, যা

তিনি চান তাদেরকে হতে। “ ইহা কষ্ট নয় কিন্তু অন্য লোকদের দৃষ্টি ভঙ্গি, যা আমি সহ্য করতে পারি না।”

এমনকি অন্য লোকদের দৃষ্টি ভঙ্গিও খোদার হাতে ; এমনকি দুষ্ট লোকেরাও তার উদ্দেশ্যের জন্যে ব্যবহৃত হতে পারে। যদিও বিশ্বাসীদের স্মরণ রাখা উচিত যে, দুষ্ট লোকেরা খোদার বিচারের দায়ে রয়েছে, এবং তাদের জন্যে মুনাজাত করা উচিত। অন্য লোকদের থেকে ব্যবহার যত কর্কশই হউক না কেন, বিশ্বাসীদের সব সময় স্মরণ রাখা উচিত যে খোদা সব সময়ই তাঁর সন্তানদের প্রতি সদয়। তাদের উচিত তাঁর প্রশংসা করা অভিযোগ করার জন্যে কোন অজুহাত সেখানে নেই।

“আমি কখনো ইহা প্রত্যাশা করিনি।” বিশ্বাসীদের প্রত্যাশা করা উচিত, তাদের জীবনে সমস্যা থাকার এবং বিপদের সময়ের জন্যে প্রস্তুত হওয়া উচিত, যাতে যখন সেগুলো আসে, তারা সেগুলোকে মোকাবেলা করতে প্রস্তুত থাকবে। এবং যতবারই তারা বলতে সক্ষম হবে, “আমি কখনো ইহা প্রত্যাশা করিনি ” যখন খোদা বিশেষ ভাবে তাদের প্রতি সদয় হয়েছেন! “ আমার সমস্যাটি অন্য যে কারোর সমস্যার চেয়ে বেশি খারাপ”।

আপনি কিভাবে জানলেন ? হয়তো আপনার অভিযোগ তা আপনাকে অতিরিক্ত করতে চালিত করেছে। কিন্তু যদি তা সত্যি হয়, ইহা বুঝায় যে খোদা আপনাকে বৃহত্তর সুযোগ দিয়েছেন, তাঁর গৌরব করার জন্যে, তার চেয়ে যা তিনি অন্যদেরকে দিয়েছেন। যখন তারা দেখে আপনি কিভাবে আপনার বড়

সমস্যাকে সামলাচ্ছেন, তারা খোদার প্রশংসা করবে, হয়তো সাহায্যকৃত হবে তাদের ছোট সমস্যাকে সামলাতে।

“আমার সমস্যা আমাকে খোদার সেবা করা থেকে বিরত রাখে।” মাঝে মাঝে এমন হয় যে, বিশ্বাসীরা খোদার সেবা করতে অক্ষম হয়, যেমনটি তারা আশা করে, তাদের পরিস্থিতির কারণে। অবশ্যই ইহা ভাল খোদার উপাসনা করতে চাওয়া এবং দুঃখ করা স্বাভাবিক, যখন আমরা সে রকম করতে না পারি। কিন্তু ইহা অভিযোগ করার কোন অজুহাত নয়। আমরা মসীহের দেহের সদস্য।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, কিন্তু মসীহের দেহের সদস্য নয়, এমন হওয়ার চেয়ে মসীহের দেহের একজন কমগুরুত্বপূর্ণ সদস্য হওয়া ভাল। পূর্ণ করার জন্যে সকল বিশ্বাসীরই একটি আত্মিক আহবান রয়েছে। যত কমগুরুত্বপূর্ণই তারা তাদেরকে ভাবুক না কেন। ইতিহাসের সকল বিখ্যাত কীর্তির চেয়ে খোদা সবচেয়ে বিনয়ী বিশ্বাসীর সরলতম কাজে অধিকতর সন্তোষ্ট। তিনি যা চান, তা খ্যাতি কিংবা মেধাবী অর্জনগুলো নয়, কিন্তু বিশ্বস্ততা এবং ধৈর্য্য। যারা এরকম আত্মিক গুনাবলী প্রদর্শন করে তারা বেহেশতে পুরস্কৃত হবেন। যখন বিনয়ী বিশ্বাসীগণ তা দেখে,তারা অনুধাবন করে যে তাদের অভিযোগ করার কোন ভিত্তি নেই।

“আমি আমার পরিস্থিতিকে সহ্য করতে পারি না, কারণ তারা সব সময়ই অমিমাংসীত।” হয়তো, যদি আমাদের পরিস্থিতি অমিমাংসীত হয়ে থাকে, ইহা আমাদেরকে শিক্ষা দেবার জন্য, খোদাকে বিশ্বাস করতে, পথের প্রতিটি পদ ক্ষেপের জন্যে। যে

কোন ক্ষেত্রে , আমাদের আত্মিক অবস্থা হলো মীমাংসিত, এবং আমাদের অনন্ত কল্যান অর্জিত। ইতিমধ্যেই, মসীহ আমাদেরকে অনেক বেশি আশীর্বাদ মঞ্জুর করেন: "আমরা সকলে তাঁর সেই পূর্ণতা থেকে দয়ার উপরে আরও দয়া পেয়েছি" (যোহন ১:১৬)।
"এক সময় আমি ধনী ছিলাম, কিন্তু এখন আমি গরীব।" এটি অভিযোগ করার জন্যে কোন অজুহাতই নয়। আপনি কি কৃতজ্ঞ হতে পারেন না যে, এক সময় আপনি ধনী ছিলেন, এবং এই দারিদ্র্যের সময়ের জন্যে প্রস্তুত হবার সুযোগ ছিল। অথবা যে আপনি স্বাস্থ্যবান ছিলেন, এবং সুযোগ ছিল এই অসুস্থ্যতার সময়ের জন্যে প্রস্তুত হবার ? অথবা মুক্ত ছিলেন, এই নির্যাতনের সময়ের জন্যে প্রস্তুত হবার সুযোগ ছিল ?

একজন জ্ঞানী নাবিক, শান্ত দিনগুলোকে ব্যবহার করেন, তার জাহাজকে প্রস্তুত করতে ঝড়কে মোকাবেলা করার জন্যে। বিশ্বাসীদেরকে কোন কিছু দিতে খোদা বাধ্য নন, এবং তাদের উচিত কৃতজ্ঞ হওয়া, প্রত্যেক না পাওয়ার যোগ্য আশীর্বাদ প্রাপ্তির জন্যে, অতীত এবং বর্তমানের।
সামান্য অসুবিধার জন্যে অভিযোগ করাটা কি ন্যায় সঙ্গত, নাকি পক্ষান্তরে, সন্তোষজনক ভ্রমন ? কিন্তু হয়তো এই অজুহাত সত্যিকার ভাবে যা বুঝায় তা হলো: "আমি ইহাকে পেতে প্রচুর ব্যাথাকে গ্রহণ করেছি, মেনে নিয়েছি এবং ইহা ন্যায় সঙ্গাত নয় যে, আমার ইহা হারানো উচিত।" কিন্তু বিশ্বাসীদের কোন কিছুতে বিরাট, বিপদ বা যন্ত্রনাকে মেনে নেয়ার পুর্বে তাদের নিশ্চিত করে নেয়া উচিত, যে ইহার প্রতি তাদের সঠিক দৃষ্টি ভঙ্গি রয়েছে।

তাদেরকে অবশ্যই ইহাকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক হতে হবে, যদি অন্য কোন কিছু খোদার কাছে অধিক সম্মানজনক হয়, ইহাই হলো, যা সত্যিকারভাবেই তাদের জন্যে উত্তম।

অধ্যায় ৬–৮ সম্বন্ধে চিন্তা করতে সহায়ক প্রশ্নাবলী

১। ফিলিপীয় ২:১৪–১৫ এর দিকে তাকান। আপনি কি সত্যিকার ভাবে বিশ্বাস করেন যে অভিযোগ করা একটি পাপ ?

২। ইশাইয়া.৫৩:৩–৭ এর দিকে তাকান। আমাদের প্রভু ঈসা অভিযোগ করেন নি, এমন কি যখন তিনি নিষ্ঠুরভাবে এবং অযৌক্তিক ভাবে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। মসীহের চরিত্র এবং আচরন কি পন্থায় বিশ্বাসীদের চরিত্র এবং আচরনকে প্রভাবিত করে ?

৩। ফিলিপীয়৪:৬ ,৭ এর দিকে তাকান, এবং ১থিষলনীকীয়.৫:১৬–১৮ কে তুলনা করুন। মুনাজাত এবং বিশ্বাসীদের সন্তুষ্টির মধ্যকার সম্পর্ক কি ?

৪।ইস্রায়েলীয়রা যাদেরকে খোদা মিশর থেকে বের করে নিয়ে এসে ছিলেন, ক্রমাগতভাবে তাঁর বিরোধ্বে অভিযোগ করেছিল এবং খোদা তাদের সাথে রাগান্বিত ছিলেন এবং তাদের বিচার করলেন। আপনি কি মনে করেন যে খোদা আমাদের সাথে রাগান্বিত, যখন আমরা জিনিস গুলো সম্বন্ধে অভিযোগ করি ? আমাদের কিছু বিপদ কি আমাদের উপর খোদার বিচার হতে পারে, অভিযোগাকারী লোক হিসেবে ?

৫। ইব্রানী ১২:৭–১১ এর দিকে তাকান। কিভাবে বিপদ এবং কষ্ট ধার্মিকতায় আমাদের প্রশিক্ষনের অংশ? এমন প্রশিক্ষনে সফলতা প্রমানের জন্য আমাদের কি প্রকার দৃষ্টি ভঙ্গির দরকার ?

৬। কোন কোন পন্থায় আপনি আপনার অভিযোগগুলোর অজুহাত অন্বেষন করেন ?

৭।এই অধ্যায়ন থেকে আপনি নিজের সম্বন্ধে কি শিখেছেন?

৯.

সুখ– কিভাবে ইহাকে পাওয়া যায়।

বিশ্বাসীদের সুখ কিংবা প্রশান্তি, হলো অভিযোগকারীর স্পৃহার ঠিক বিপরীত। ইহা বিশ্বাসীদের হৃদয়ের মধ্যে শুরু হয়। বাহির থেকে ভারসাম্য রক্ষা করে সমুদ্রে একটি জাহাজকে সোজা রাখা সম্ভব নয়: ভিতর থেকে যথাযথ ভাবে ইহার হালকে ঠিক অবশ্যই রাখতে হবে । অনুরূপভাবে, বিশ্বাসীদের বাহিরে কিছুই নেই যা তাকে সব সময় সুখী রাখতে পারে : সেখানে করুণার হৃদয় থাকা দরকার।

কিন্তু যদি বিশ্বাসীদের এই করুণার হৃদয় থাকে, তবে কিছু প্রায়োগিক পদক্ষেপ রয়েছে, যা তারা গ্রহণ করতে পারে, সঠিক সুখ পেতে তাদেরকে সাহায্য করার জন্যে। প্রথমত: তাদেরকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে এই দুনিয়ার কাজে যাতে অতি সম্পৃক্ত হয়ে না যায়।অবশ্য, দুনিয়ার সাথে কিছু সম্পৃক্ততা ব্যতীত তারা এই দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে পারে না।

এবং খোদা হয়তো তাদেরকে পরিচালিত করতে পারেন কিছু ক্ষেত্রে নির্দিষ্টভাবে জড়িত হতে এই দুনিয়ার কাজে। কিন্তু যদি বিশ্বাসীগণ সঠিক সুখের অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়, এই দুনিয়ার ঘটনাবলীতে, তারা তাদের সম্পৃক্ততাকে অবশ্যই সর্ব নিম্ন রাখবে।

দ্বিতীয়ত: তারা অবশ্যই খোদার বাণী যেমনটি পাক্ কিতাবে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোকে মেনে চলবে। ইহা সম্পাদন করা কঠিন হওয়া উচিত নয়। পাক্ কিতাব পরিস্কার ভাবে শিক্ষা দেয়

যে, সকল জিনিসে খোদা একত্রে কাজ করেন বিশ্বাসীদের মঙ্গালের জন্যে (রোমীয় ৮:২৮)।

তাই খোদার উপাসনার মধ্যে তারা একজন প্রভুর উপাসনা করছে যার অন্তরে সব সময়ই তাদের সর্বোত্তম স্বার্থগুলো রয়েছে। বিশ্বাসীরা খোদার ইচ্ছার কাছে আনন্দের সাথে সমর্পন করতে পারে, যখন তারা ইহা বুঝতে পারে।

তৃতীয়ত: ইবরানী ১১– এ উল্লেখিত লোকদের মত, তাদের বিশ্বাসের দ্বারা বাঁচা উচিত, বুঝার জন্যে তাদের বিশ্বাসকে ব্যবহার করে, কিংবা তাদের পরিস্থিতিগুলোকে গ্রহণ করে। তাদের অবশ্যই বিশ্বাস থাকা উচিত কেবল খোদার প্রতিশ্রুতি গুলোতে নয়, বরং স্বয়ং খোদার উপর। তিনি তাদেরকে এত ভালভাবে যত্ন নেন যে তাদেরকে কোন বিষয়ে উদ্বিগ্ন হবার দরকার নেই।

এমন কি একজন মূর্তিপুঁজক দার্শনিক সক্রেটিস (৪৬৯–৩৯৯ খ্রিস্টপুর্বাব্দ) বলেছিলেন, “যেহেতু খোদা তোমার প্রতি এত যত্নবান তোমার নিজের কোন কিছুর জন্য তোমাকে কেন এত সতর্ক হওয়ার দরকার?” কঠিন সময়গুলোতে বিশ্বাসীদের উচিত খোদার উপর তাদের বোঝাকে অর্পণ করা এবং তাদের পথগুলোকে তাঁর অভিমুখী করা। খোদার ইচ্ছাতে বিশ্বাস তখন তাদের কাছে শান্তি এবং সুখ নিয়ে আসবে।

চতুর্থত: আত্মিক অন্তকরণ বিশিষ্ট হবার জন্যে তাদের কঠিন পরিশ্রম করা উচিত, “ জাগতিক বস্তুগুলোর উর্ধ্বে তাদের

হৃদয়গুলোকে স্থাপন করার জন্যে, যেখানে মসীহ খোদার ডানপার্শ্বে আসন গ্রহণ করেছেন" (কলসীয় ৩:১)। যদি বিশ্বাসীরা স্বর্গীয় জিনিসগুলোর ব্যাপারে চিন্তায় সামান্য সময় ব্যয় করে কিংবা কোন সময়ই ব্যয় না করে এবং ব্যাপক সময় চিন্তা করে যা তারা চায়, তারা কেবল নিজেদেরকে অসুখীই করছে। যদি তাদের মনগুলো বেহেশতী জিনিসগুলোর উপর স্থাপিত হতো, এবং তাদের সময়গুলো খোদার সাথে যোগাযোগের মধ্যে ব্যয় করতো, তারা অধঃপতিত হতো না যখন দুনিয়াবী জিনিসে তাদের সমস্যা থাকে। পঞ্চমটি: হলো এটির সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কযুক্ত।

যথা, বিশ্বাসীদের প্রত্যাশা করা উচিত নয় যে এই সন্তোষ্টি দুনিয়াবী জিনিসের প্রাচুর্যতা থেকে আসবে। পৌল লিখেছিলেন, "যদি আমাদের খাদ্য এবং কাপড়-চোপড় থাকে তবে আমরা তাতে তুষ্ট থাকব"(১তিমথীয়.৬:৮)। যেসব লোকেরা বিরাট জিনিসের প্রত্যাশা করে প্রায়ই হতাশ হয়। অতএব, বিশ্বাসীদের যা আছে তাতে সন্তোষ্ট হওয়া উচিত। বারুচকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তাদের সেটি অনুসরণ করা উচিত: "তখন কি তুমি নিজের জন্যে বিরাট জিনিসগুলোর অন্বেষন করবে ? সেগুলোর অন্বেষন করো না" (ইয়ারমিয়া.৪৫:৫)। যদি তারা বিরাট আত্মিক জিনিসগুলোর প্রত্যাশা করে, তারা হতাশ হবে না।

ষষ্ঠত: এই দুনিয়ার কাছে তাদেরকে মৃত হওয়া উচিত। পৌল লিখেছিলেন,"আমি প্রতিদিনই মারা যাই।" বিশ্বাসীরা জানেন যে তাদের একমাত্র প্রকৃত সুখের উৎস আত্মিক জিনিসগুলোতেই

পাওয়া যেতে পারে, এবং এই দুনিয়ার জিনিসগুলোতে একপ্রকার মৃতাবস্থা রয়েছে, যা "খোদার গৌরব এবং দয়ার ক্ষীণ আলোতে অদ্ভুতভাবে জন্মায়"।

সপ্তমত: তাদেরকে তাদের শংকটাবলীর মধ্যে বসবাস করা উচিত নয়। একটি অসুস্থ শিশু তার ক্ষতস্থান গুলোকে খুঁটাখুটি করে, যা ইহার আরোগ্যকে আরো কঠিন করে তোলে।বিশ্বাসীরাও তাদের সমস্যাগুলোর ব্যাপারে এই রকমই করতে পারে। তারা সেগুলোর ব্যাপারে অবিরাম ভাবে, কথা বলে এবং তারা সেগুলোকে নিজেদের মোনাজাতের সময়কে গ্রাস করতে দেয়। তারা একই রকম খারাপ বোধ করতে শুরু করে, কারণ সমস্যাগুলো প্রকৃতপক্ষে যেরকম তার চেয়ে বড় দেখাতে শুরু করে।

খোদা কত ভাল সে ব্যাপারে চিন্তা করাটা কত বেশি ভাল যতক্ষন পর্যন্ত অভিযোগ করার এবং অসুখের জন্যে কোন সময় অবশিষ্ট না থাকে। সন্তান জন্মদান কালে যখন ইয়াকুবের স্ত্রী মারা গেল তিনি বালকটিকে "বিনোনাই" বলে ডাকতেন, যার অর্থ হলো "আমার দুঃখের সন্তান"।
ইয়াকুব আশা করেননি, যাই হউক অবিরাম ভাবে স্মরন হতে থাকুক যে এই বালকটি ছিল এত বেশি দুঃখের কারণ। তাই তিনি বালকটিকে ডাকতেন "বেনজামিন", "আমার দক্ষিন হাতের সন্তান"। প্রকৃত সুখ খোঁজে পাওয়ার জন্যে, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সবর্দাই বিশ্বাসীদের জন্যে সহায়ক।

অষ্টমত: তাই, তাদের প্রতি খোদার আচরণগুলো সম্বন্ধে ইতিবাচক ভাবে চিন্তা করার জন্যে তাদের একটি প্রচেষ্টা নেয়া উচিত। সে হালকা বন্ধু যে অবিরত ভাবে তার বন্ধুর কার্যাবলীকে অপব্যাখ্যা করে। এবং সকল প্রকার অসৎ উদ্দেশ্যে তার প্রতি আরোপ করে। একই ভাবে, বিশ্বাসীদের জন্যে ইহা অন্যায় তাদের প্রতি খোদার আচরণ গুলোকে অপব্যাখ্যা করা। তিনি যা করেন সে সম্পন্ধে তাদের ইতিবাচক ভাবে চিন্তা করা উচিত, কারণ উদাহরণ স্বরূপ, " সেটির প্রতি আমার অতিরিক্ত অনুরাগের মধ্যে খোদা বিপদ দেখেছিলেন এবং তাই তিনি দয়া করে এটিকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন ?" কিংবা "খোদা দেখলেন যে, যদি তিনি আমাকে ধনী লোক বানাতেন, তবে আমি পাপে পতিত হতাম এবং তাই তিনি দয়া করে আমাকে গরীব বানিয়েছেন।"

কিংবা "তিনি আমাকে কিছু সুনির্দিষ্ট কাজের জন্যে প্রস্তুত করেছেন যা তাঁর মনে রয়েছে, আমি সেটির জন্যে সন্তুষ্ট।" "ভালবাসা মন্দতে আনন্দ করে না " (১ করিন্থীয়.১৩:৬)। যদি আপনি কাউকে ভালবাসেন আপনি তাদের কার্যাবলীকে বদান্যভাবে ব্যাখ্যা করবেন; এবং যদি সেখানে নয়টি খারাপ ব্যাখ্যা থাকে এবং একটি ভাল, আপনার সাথে খোদার একটি আচরনে একটিকে গ্রহণ করুন এবং নয় টিকে ভুলে যান।

নবমত: অন্য লোকদের মতামতের দ্বারা তাদের এত বেশি শংকিত হওয়া উচিত নয় উদাহরণ স্বরূপ: বিশ্বাসীরা হয়তো যথাযথ ভাবে সুখ অনুভব করতে পারে,যত ক্ষন না স্থিতি অবস্থা বিনষ্ট হয়, এই

কথা বলা দ্বারা যে তাদের কোন জিনিসের ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু তাদেরকে এরকম বলার পুর্বে যদি তারা সন্তোষ্ট হয়ে থাকে সুখের ব্যাপারে তারা কেন অবিশ্বাসীদের ধারণা গুলোকে তাদেরকে হতাশ করতে দেয় ? অন্য লোকেরা কি বলে তার উপর বিশ্বাসীদের সত্যিকারের সুখ নির্ভর করে না। বিশ্বাসীরা কিভাবে সুখ পায় ? এই সকল জিনিসকে এভাবে সমষ্টি করা যেতে পারে: এই দুনিয়া যেসব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রস্তাব করে, বিশ্বাসীদের অবশ্যই তা গ্রহন করা উচিত নয়।

তখন তারা দুর্দশাগ্রস্থ হবে না। যদি এই জিনিসগুলো তাদের পরিবারবর্গ, তাদের খ্যাতি এবং আরো কিছু ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

১০.
সুখ– কিভাবে ইহাকে ধরে রাখতে হয়।

দুর্ভোগের সময় আসে: বিশ্বাসীগণ কিভাবে সুখী থাকবেন? এই শেষ অধ্যায়ে আমরা পাঁচটি ভাবনাকে বিবেচনা করব, যা তাদেরকে বিপদের সময়ে সুখী রাখতে সাহায্য করবে।
প্রথমত: বিপদগ্রস্থ বিশ্বাসীদের স্মরণ করা উচিত, জিনিসগুলো কতই মহান যা খোদা তাদেরকে দিয়েছেন এবং কত তুচ্ছ জিনিসের ঘাটতি তাদের রয়েছে। অবিশ্বাসীদের যে সব জিনিস প্রচুর পরিমানে রয়েছে সেগুলো কামনা করতে তারা প্রলুব্ধ হয়। এবং ইহা তাদেরকে অসন্তোষ্ট করতে পারে যদিও তারা আত্মিক অধিকারগুলো উপভোগ করে যা অবিশ্বাসীদের কাছে অজানা।

খোদা তাদেরকে দিয়েছেন, " মসীহ হতে সকল আত্মিক আশীর্বাদ" (ইফিষীয়.১:৩)। এবং ইহা তখন তাদের জন্যে অন্যায় অসুখী হওয়া, কারণ তাদের সে জিনিসগুলোর ঘাটতি রয়েছে যেগুলো দুনিয়াবী এবং ক্ষণস্থায়ী।
দ্বিতীয়ত: বিপদগ্রস্থ বিশ্বাসীদের স্মরণ করা উচিত যে আশীর্বাদগুলো তারা অতীতে গ্রহণ করেছেন। একজন লোক যিনি পঞ্চাশ বছর বয়সে পৌঁছেছেন এবং দুই বৎসর রোগে ভোগছেন, দুই বছরের অসুস্থতার জন্যে অভিযোগ শুরু করার চেয়ে ৪৮ বছরের সুস্বাস্থ্যের জন্যে খোদাকে ধন্যবাদ দেয়া অধিকতর ভাল।

তৃতীয়ত: বিপদগ্রস্থ বিশ্বাসীদের স্মরণ করা উচিত যে এই দুনিয়ার জীবন ছোট, যেখানে, শ্বাশত কাল হলো দীর্ঘ। তাদের বিপদগুলো শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। পাক্ কিতাব আমাদেরকে বলে যে,"এখন আমরা অল্পকালের জন্য যে সামান্য কষ্টভোগ করছি তার ফলে আমরা চিরকালের মহিমা লাভ করব। এই মহিমা এত বেশী যে, তা মাপা যায় না। যা দেখা যায় আমরা তার দিকে দেখছি না, বরং যা দেখা যায় না তার দিকেই দেখছি। যা দেখা যায় তা মাত্র অল্প দিনের, কিন্তু যা দেখা যায় না তা চিরদিনের" (২ করিন্থীয়.৪: ১৭–১৮)।

চতুর্থত: বিপদগ্রস্থ বিশ্বাসীদের স্মরণ রাখা উচিত যে খোদার লোকেরা আরো বেশি কঠিন পরীক্ষাগুলো ভোগ করেছেন। ইয়াকুব ছিলেন ইব্রাহীম এবং ইসহাকের উত্তরাধিকারী, কিন্তু বহু বছর ধরে তার মামার জন্যে কাজ করাতে তাকে সন্তোষ্ট থাকতে হয়েছিল। মুসা, যিনি নাকি একদা মিশরের রাজার প্রাসদে বাস করতেন চল্লিশ বৎসর মেষপালক হিসেবে কাজ করার জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। এবং অবশেষে এত দরিদ্র হয়ে মিশরে ফিরলেন যে, তিনি আর সম্পদ এবং পরিবার একটি গাধার পিঠে করে আনতে পেরেছিলেন
(যাত্রাপুস্তক ৪:২০)।

এলিজাকে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল এবং দাড় কাক কর্তৃক খাওয়ানো হয়েছিল। ইয়ারমিয়া একটি গর্তের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। রিফরমার মার্টিন লোথার এর স্ত্রী এবং সন্তানের জন্যে রেখে যাওয়ার কিছুই ছিল না। এবং আজকের বিশ্বাসীরা কি

দুর্ভোগ থেকে রেহাই পেতে আশা করতে সাহস করবে। এমন পন্থায় যা খোদা এই সব মহান লোকদের প্রতি মঞ্জুর করেন নি ? সব কিছু উপরে, তাদের মহান দৃষ্টান্ত ইহাতে, যেমন সকল জিনিসের মধ্যে হলেন প্রভু ঈসা মসীহ যিনি ছিলেন শিয়াল এবং পাখিদের চেয়েও নিস্ব:।

এবং তাঁর মাথা গুজার কোন ঠাই ছিল না। সবশেষে বিপদগ্রস্থ বিশ্বাসীদের খোদার প্রশংসা করার প্রচেষ্টা নেয়া উচিত, তার জন্যে যা তিনি তাদেরকে দিয়েছেন। তাদের রয়েছে নতুন আত্মিক স্বভাবগুলো: তারা এমন পন্থায় খোদার প্রশাংসা করতে পারেন যা সত্যিই তার কাছে সন্তোষজনক। এবং তারা দেখতে পাবে যে, এমন করা থেকে সত্যিকারের সুখ পাওয়া যায়।

অতএব, ইহাই হলো সুখ। আমরা কি তা পেয়েছি? খোদার বাণী আমাদেরকে দেখায়– কিভাবে আমরা এখনো সেই পথে যাত্রা শুরু করেছি ? সুখ খোঁজে পাওয়ার চেয়ে সুখের ব্যাপারে কথা বলা অধিকতর সহজ তাই তরুন বিশ্বাসীদেরকে একটি প্রচেষ্টা নেয়া উচিত তাদের বিশ্বাসী জীবনের শুরু থেকে একটি শান্ত, সন্তোষ্ট আত্মার আবাদ করার জন্যে। প্রবীণ বিশ্বাসীদের অনুধাবন করা উচিত তাদের এখনো কত শেখার দরকার। কোন প্রকৃত বিশ্বাসী সন্তোষ্ট হতে পারেন না, যতক্ষন পর্যন্ত তারা প্রকৃত সুখ খোঁজে না পান– যা খোদা দান করেন।

অধ্যায় ৯ ও ১০ সম্বন্ধে চিন্তা করতে সহায়ক প্রশ্নাবলী

১.অধ্যায় ৯ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে একটি সন্তোষ্ট আত্মা হলো হৃদয়ে খোদার করুণার কাজ। ইহা কি বুঝায় যে যদি আমাদের সন্তোষ্ট আত্মার ঘাটতি থাকে তা খোদার দোষ ? আমরা কি অসন্তোষ্ট ধ্বনি এবং অভিযোগ শুরু করতে পারি, যতক্ষন না খোদা আমাদের অবস্থার উন্নতি ঘটান?

২. যাতে আমরা সন্তোষ্ট হতে শিখেছি তার অন্যতম একটি হলো দুনিয়ার জিনেসে অতি সম্পৃক্ত না হওয়ার মাধ্যমে (দেখুন মথি ৬:১৯–৩৪ এবং কলসীয় ৩:১–৪)। কিন্তু বিশ্বাসীদেরকে এই দুনিয়াতে বাঁচতে হবে এবং আমাদের অনেক দুনিয়াবী দায়িত্ব রয়েছে– আমাদের পরিবারের প্রতি, আমাদের নিয়োগকারীদের প্রতি ইত্যাদি। ইহার আলোকে, বাস্তবিক অর্থে ইহা কি বুঝায়– “এই দুনিয়ার কাজে অতি সম্পৃক্ত” না হওয়ার দ্বারা ?

৩.প্রেরিত.১৬:১৬–২৫ এর দিকে তাকান। নিজেকে পৌল এবং সাইলাস এর স্থানে কল্পনা করতে চেষ্টা করুন এবং কল্পনা করুন ভাল কাজ করার জন্যে প্রহারকৃত এবং কারাবন্দি হলে কেমন লাগত। বিপদের সময়ে একটি সন্তোষ্ট আত্মার সংরক্ষনে মোনাজত এবং প্রশংসা কিভাবে গুরুত্বপুর্ণ ?

৪.যখন আপনি বিপদের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন, কি আপনাকে সন্তোষ্ট থাকতে সাহায্য করেছে ?

৫.যখন অন্যান্য বিশ্বাসীগণ পরীক্ষার সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, খোদা এবং তাদের প্রতি খোদার আচরণের মাধ্যমে কিভাবে আমরা তাদেরকে সন্তোষ্ট রাখতে সর্বোত্তম সাহায্য করতে পারি ?

৬.আপনি এই বইটি থেকে কি শিক্ষা লাভ করেছেন? ইহা আপনার জীবনে কোন ব্যবধানগুলো সম্পাদন করতে যাচ্ছে ?